রাষ্ট্র-পরিবর্তনের গুপ্ত নকশা:

নবগ্রহ, জাফর, হুরুফ ও রুহানী কোড

রচয়িতা: হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির
আধ্যাত্মিক সাধক, আমিল-এ-কামিল

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়
অধ্যায় ১	রাষ্ট্রের জন্মমুহূর্ত ও কসমিক পরিচয়
অধ্যায় ২	সূর্য–চন্দ্র–মঙ্গলের রাষ্ট্রীয় চরিত্র নির্মাণ
অধ্যায় ৩	জনগণের চন্দ্রফ্রিকোয়েন্সি ও জনআচরণের আকাশি মানচিত্র
অধ্যায় ৪	জাতির নক্ষত্র–অক্ষ ও কার্মিক পথচিত্র
অধ্যায় ৫	নেতৃত্বের সূর্যদেহ ও পতনের পূর্বাভাস
অধ্যায় ৬	রাহুর অদৃশ্য ছায়া ও রাষ্ট্রীয় পতনের মূল শাসক
অধ্যায় ৭	শনির বিচারচক্র ও রাষ্ট্রের শাস্তি নীতিমালা
অধ্যায় ৮	মঙ্গলের আগুন—আন্দোলন, সংঘর্ষ ও বিপ্লবের জন্ম
অধ্যায় ৯	রাহু–শনি–মঙ্গল ত্রিকোণ ও রাষ্ট্রভাগ্যের আগ্নেয় বিস্ফোরণ
অধ্যায় ১০	৪২ দিনের রাষ্ট্র-পতনচক্রের গোপন রহস্য
অধ্যায় ১১	রাহু–কেতুর ছায়া-অক্ষ ও রাষ্ট্র বিভাজনের সূত্র
অধ্যায় ১২	চন্দ্র–রাহু বিরোধ ও জনমতের বিপর্যয়
অধ্যায় ১৩	সূর্য–শনি সংঘর্ষ ও নেতৃত্বের বৈধতা লুপ্ত হওয়া
অধ্যায় ১৪	রাহুর ১৮ বছরের ছায়াচক্র ও গোপন রাজনৈতিক প্রভাব
অধ্যায় ১৫	প্রশাসনিক কাঠামোর আসমানী ভাঙন-প্যাটার্ন
অধ্যায় ১৬	সূর্য-ডিগ্রি ও নেতৃত্বের আয়ুষ্কালের নির্দিষ্ট সময়চক্র
অধ্যায় ১৭	নেতৃত্ব পতনের ৩১টি ডিগ্রি সংকট
অধ্যায় ১৮	চন্দ্র-অস্থিরতা ও জনগণের বিদ্রোহচেতনা

অধ্যায় ১৯	সূর্য–রাহু গ্রহণ অবস্থা ও আকস্মিক সরকার পতন
অধ্যায় ২০	নেতৃত্বের Aura Breakdown ও ক্ষমতার ক্ষয়
অধ্যায় ২১	রাষ্ট্রের জাহিরি–বাতিনি–ছায়া তিন স্তরের শরীর
অধ্যায় ২২	ছায়া-শরীর আঘাত পেলে রাষ্ট্রের অদৃশ্য ভাঙন
অধ্যায় ২৩	রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর আকাশি শক্তির মানচিত্র
অধ্যায় ২৪	অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের কসমিক উৎস ও শক্তি-বিভাজন
অধ্যায় ২৫	রাষ্ট্রের ছায়াশক্তির উত্থান–পতনের গাণিতিক কোড
অধ্যায় ২৬	Inqilab Matrix—বিপ্লবের নিষিদ্ধ সূত্র
অধ্যায় ২৭	Fire Degree (44°)—অগ্নিকেন্দ্রিক আন্দোলনের জন্ম
অধ্যায় ২৮	Shadow Degree (33°)—নিশ্চিত অস্থিরতার চিহ্ন
অধ্যায় ২৯	গ্রহ-ডিগ্রি সংঘর্ষ ও সামরিক–রাজনৈতিক সংকট
অধ্যায় ৩০	জন্মঘর-পরিবর্তন ও নেতৃত্ব পরিবর্তনের নির্দিষ্ট বছর
অধ্যায় ৩১	রাষ্ট্রের Cosmic Genome—জাতির গোপন DNA
অধ্যায় ৩২	Solar–Lunar–Martian তিনস্তরীয় নিয়তি কাঠামো
অধ্যায় ৩৩	Rahuvian Disruption—অদৃশ্য আঘাতের বিজ্ঞান
অধ্যায় ৩৪	Destiny Algorithm—রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ পুনর্লিখনের কৌশল
অধ্যায় ৩৫	People’s Frequency Shift—জনআচরণের আকাশি পরিবর্তন
অধ্যায় ৩৬	Shadow Uprising (2025–2027)—বিশ্ব পরিবর্তনের প্রথম ঢেউ

অধ্যায় ৩৭	Fire–Jupiter Era (2028–2035) এবং নতুন নেতৃত্ব যুগ
অধ্যায় ৩৮	Saturn–Rahu Clash (2036–2040)—বৈশ্বিক ক্ষমতার পতনচক্র
অধ্যায় ৩৯	Post-National Civilization (2040–2070)—রাষ্ট্র ধারণার পুনর্জন্ম
অধ্যায় ৪০	বৈশ্বিক নেতৃত্বের আকাশি পুনর্বিন্যাস
অধ্যায় ৪১	Cosmological Decision Engine—আকাশের রাষ্ট্র-সিদ্ধান্ত ব্যবস্থা
অধ্যায় ৪২	State Pulse Technique—রাষ্ট্রের হৃদস্পন্দন পাঠের গোপন পদ্ধতি
অধ্যায় ৪৩	State Destiny Seal—রাষ্ট্রের ভাগ্যের চূড়ান্ত তালা
অধ্যায় ৪৪	Future Projection Ritual—রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ পাঠের অনুষ্ঠান
অধ্যায় ৪৫	Cosmic Closure—রাষ্ট্র কখন নতুন যুগে প্রবেশ করে

রাষ্ট্র-পরিবর্তনের গুপ্ত নকশা: নবগ্রহ, জাফর, হুরুফ ও রুহানী কোড

ভূমিকা

মানবসভ্যতার সূচনালগ্ন থেকেই রাষ্ট্র, নেতৃত্ব, জনগণ ও ক্ষমতা—এই চারটি উপাদান আকাশের অদৃশ্য শক্তির অধীনে পরিচালিত হয়ে এসেছে। মানুষ বিশ্বাস করে রাষ্ট্র চলে নীতি, রাজনীতি, গণতন্ত্র, সামরিক শক্তি বা জনসমর্থনের ওপর; কিন্তু আসমানী ইলম বলে—রাষ্ট্রের প্রকৃত ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয় নবগ্রহের গতি, জন্মমুহূর্তের কসমিক বিন্যাস, রাহু–শনির ছায়া-প্রবাহ, এবং জাতির সম্মিলিত আত্মার নক্ষত্র পথচিত্রে। এই গ্রন্থ সেইসব গোপন ইলম, নিষিদ্ধ জ্ঞান, অদৃশ্য কসমিক নীতি, এবং রাষ্ট্রীয় ভবিষ্যৎ নির্ধারণের আকাশি হিসাবকে একত্রে প্রকাশ করেছে—যা যুগে যুগে সীমিত সংখ্যক আধ্যাত্মিক জ্ঞানধারীদের হাতে ছিল। এখানে প্রতিটি অধ্যায় রচিত হয়েছে ইলমুল নুজুম, ইলমুল জাফর, ইলমুল আদাদ, ইলমুল হুরুফ, নক্ষত্রবিদ্যা, রুহানী কসমোলজি, এবং আধুনিক রাজনৈতিক আচরণবিজ্ঞানের গভীরতম গবেষণার সমন্বয়ে।

রাষ্ট্রের জন্মমুহূর্তের সূর্য–চন্দ্র–মঙ্গলের অবস্থান থেকে শুরু করে রাহু–শনি–কেতুর অদেখা ছায়া-চক্র, নেতৃত্বের আয়ুষ্কাল, জনগণের সম্মিলিত চেতনাশক্তি, আন্দোলনের আগ্নেয়-সূত্র, ৪২ দিনের পতনচক্র, Cosmic Genome, Destiny Algorithm— এ গ্রন্থ প্রতিটি স্তরে রাষ্ট্রের নিয়তি বোঝার নতুন দরজা খুলে দেয়।

এই বই কেবল রাজনৈতিক বিশ্লেষণ নয়—এটি রাষ্ট্রের আত্মা পাঠের এক নতুন পদ্ধতি।

কেবল ভবিষ্যৎ অনুমান নয়—এটি ভবিষ্যৎ পুনর্লিখনের কোড।

কেবল তত্ত্ব নয়—এটি আসমানের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের এক গভীরতম সত্য।

যে পাঠক এই ৪৫ অধ্যায় সম্পূর্ণ পড়বে, সে বুঝবে—

রাষ্ট্র কখন বদলায়, কেন বদলায়, কার হাতে বদলায়, এবং কে সেই অদৃশ্য শক্তি যে মানুষের রাজনীতিকে আকাশের রাজনৈতিক নীতির সঙ্গে মিলিয়ে দেয়। এ গ্রন্থ তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে—
শক্তির প্রকৃত জন্ম আকাশে,
আর তার প্রতিফলন পৃথিবীতে।

অধ্যায় ১: রাষ্ট্রের গোপন জন্ম — যেদিকে তাকিয়ে সিদ্ধান্ত নেয় আকাশ

একটি রাষ্ট্র কখন পতন হবে, কখন উত্থান হবে, কখন ক্ষমতায় নতুন দল আসবে—এই সবকিছুর গণিত রাজনীতি দিয়ে নয়, আকাশ দিয়ে শুরু হয়। মানুষের জন্ম যেমন এক মুহূর্তে নির্ধারিত হয়, তেমনি রাষ্ট্রের জন্মও নির্ধারিত হয় স্বাধীনতার ঘোষণায়, প্রথম সংবিধান রচনায়, প্রথম রাষ্ট্রপ্রধানের শপথে। এই তিনটি মুহূর্ত মিলিয়ে তৈরি হয় রাষ্ট্রের রুহানী জন্ম-মান্ডুক, যাকে বলা হয় State Zodiac Blueprint।

এই ব্লুপ্রিন্ট সাধারণ জ্যোতিষী বুঝতে পারে না। কারণ এখানে সময়-ডিগ্রি, দ্রাঘিমাংশ, গ্রহগত শক্তি—এসবের পাশাপাশি হুরুফ, আদাদ, জাফর, নুজুম—সবকিছু একত্রে বিশ্লেষণ করতে হয়। যেকোনো রাষ্ট্রের জন্মকুণ্ডলির তিনটি স্তর থাকে—

১. Zahiri Layer (বহিঃস্তর) — দেখা যায় কোন গ্রহ কোথায় ছিল।
২. Batin Layer (গুপ্তস্তর) — কোন হুরুফের আলো রাষ্ট্রে নেমেছে।
৩. Lahuti Layer (রুহানী স্তর) — রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ কোন দিকে যাবে।

কাহিনির মতো এই সত্যটি হাজার বছর ধরে লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ফারাওদের মিশরে নবগ্রহ দিয়ে সামরিক পরিকল্পনা করা হতো। অটোমানরা রাষ্ট্রপরিবর্তনের আগে জাফরী গণনা করত। উপমহাদেশে

বাদশাহরা হুরুফ-সাদির গণনা ছাড়া যুদ্ধ শুরু করত না। অর্থাৎ ক্ষমতা মানুষের হাতে নয়, কসমিক আইনের হাতে।

এই কারণেই যে আকাশ পড়ে—সেই ভবিষ্যৎ বলে। আর যে ভবিষ্যৎ বলতে পারে—সেই ভবিষ্যৎ বানায়।

অধ্যায় ২: ইলমুল হুরুফ — অক্ষরের আলো দিয়ে রাষ্ট্রের ভাগ্য গণনা

ইলমুল হুরুফ হলো সেই বিদ্যা, যা বলে মানুষের নাম যেমন শক্তিশালী, রাষ্ট্রের নামও তেমনই শক্তিশালী। "Bangladesh", "Pakistan", "India", "Iran", "Turkey"—প্রত্যেক নামেই অদৃশ্য শক্তি আছে। হুরুফ বলে—প্রত্যেক অক্ষর একটি গ্রহকে নির্দেশ করে, একটি রুহানী শক্তিকে ডেকে আনে, একটি কসমিক নিয়তি তৈরি করে।

উদাহরণ:
B = 2 → চন্দ্রশক্তি
A = 1 → সূর্যশক্তি
N = 50 → বুধশক্তি
G = 3 → মঙ্গলশক্তি
L = 30 → শুক্রশক্তি
D = 4 → শনি-তপ্ত শক্তি
E = 5 → বৃহস্পতি
S = 60 → রাহু-ছায়া

এখন যদি একটি রাষ্ট্রের নামের হুরুফ-মান যোগ করি, দেখা যায় সেই রাষ্ট্র কোন গ্রহশক্তির অধীনে চলছে।

ধরা যাক, কোন দেশের হুরুফ যোগফল পড়ল:

১৪৭ = 1+4+7 = 12 = 1+2 = 3 → মঙ্গল রাশি।

তার মানে—এ রাষ্ট্রে রাজনৈতিক উত্তেজনা, সংঘর্ষ, সামরিক চাপ—
এগুলো বারবার ফিরে আসবে। এ রাষ্ট্র কখনই স্থায়ী শান্তি ধরে রাখতে পারে না। কারণ তার নামই তাকে মঙ্গলের আগুন দিয়েছে।

এবার রাষ্ট্রের নামের বিশ্লেষণ শেষ হলে বের করতে হয়—
কোন গ্রহ এই নামকে সক্রিয় করছে!

যদি একই বছরে মঙ্গল × শনি সংঘর্ষে যায়, তবে নামের শক্তি জ্বলে ওঠে। তখন দেশ বিপ্লব, নির্বাচনী সহিংসতা, সরকার পরিবর্তন দেখেই ফেলবে।

হুরুফ বিশ্লেষণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো—
রাষ্ট্রের নাম + শাসকের নামের সাদৃশ্য বা সংঘর্ষ।

যদি শাসকের নাম হয় Venus-বেসড এবং রাষ্ট্র হয় Mars-বেসড,
তাহলে সংঘর্ষ নিশ্চিত।
জনগণ নেতা গ্রহণ করে না।
যদি দুটোই Sun-বেসড হয়, তাহলে রাষ্ট্র একনায়কতন্ত্রে প্রবেশ করে।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ভাবেন—এ সবই "মানুষের সিদ্ধান্ত"।
কিন্তু আসল কারণ অনেক গভীরে—
নাম, অক্ষর, হুরুফ।

অধ্যায় ৩: ইলমুল আদাদ — সংখ্যার মধ্যেই লেখা থাকে পতন, উত্থান ও বিপ্লবের তারিখ

ইলমুল আদাদ হলো সংখ্যার বিজ্ঞান। হুরুফের মান সংখ্যায় রূপ নেয়, সংখ্যায় রাশি জাগে, আর রাশিতে রাষ্ট্রের ভাগ্য প্রকাশ পায়।

রাষ্ট্রের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংখ্যা থাকে—

১. State Birth Number (স্বাধীনতার দিন)
২. State Destiny Number (সংবিধানের দিন)
৩. Power Cycle Number (প্রথম শপথের দিন)

এই তিনটি সংখ্যা যোগ করলে বের হয় রাষ্ট্রের চূড়ান্ত ভাগ্য।

ধরা যাক—
স্বাধীনতা: ২৬ → 2+6=8
সংবিধান: ১৬ → 1+6=7
শপথ: ১২ → 1+2=3

Total = 8+7+3 = 18 → 1+8=9 → Mars-Fire Destiny.

এর মানে—
এই রাষ্ট্রে সরকার যতবারই শক্তিশালী হোক, শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা পরিবর্তন হবে আগুনের ঝড়ে।
এ রাষ্ট্র শান্তি দিয়ে বদলায় না—বদলায় বিস্ফোরণে।

এখন আদাদের সবচেয়ে গোপন নিয়ম হলো—
৯-চক্র পতন নিয়ম।

প্রতি ৯ বছর পর পর—
রাষ্ট্রে একটি বড় উথাল-পাথাল আসে।

বছরকে যোগ করে যদি দেখা যায় ৯-সংক্রান্ত সংখ্যা সক্রিয়,
এবং সেই বছরের গ্রহচক্রও সক্রিয়—
তাহলে সরকার টিকে থাকতে পারে না।

উদাহরণস্বরূপ—
২০২৫ → 2+0+2+5 = 9 = পতনচক্র সক্রিয়
তার ওপর যদি শনি–মঙ্গল স্কয়ারে যায়,
তাহলে এ বছর পরিবর্তন অনিবার্য।

এভাবে প্রতিটি দেশের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ সংখ্যায় লেখা থাকে।
কে শাসক হবে, কে ব্যর্থ হবে, দেশে শান্তি আসবে না অগ্নিঝড়—সবই সংখ্যা বলে দেয়।

অধ্যায় ৪: ইলমুল নুজুম — তারকার আলো যেখানে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ লেখা থাকে

ইলমুল নুজুম বা নক্ষত্রবিদ্যার মূল নীতি হলো—
যে তারকার নীচে রাষ্ট্র জন্ম নেয়, রাষ্ট্র তার স্বরূপ পায়, আর যে তারকা অস্ত যায়, রাষ্ট্র তার পরিবর্তনের সংকেত পায়।

একজন মানুষের জীবনে যেমন "লগ্ন নক্ষত্র" থাকে,
একটি রাষ্ট্রেরও থাকে "রিয়াসাত নক্ষত্র (Riyasat Star)"।
এই নক্ষত্র সাধারণত নির্ধারিত হয় রাষ্ট্রের জন্মমুহূর্তে পূর্ব আকাশে উদিত নক্ষত্র দিয়ে।

যেমন—
আশ্বিনী → বিপ্লবী রাষ্ট্র
ভরণী → সামরিক-শক্তিমান রাষ্ট্র
মৃগশিরা → বুদ্ধিবৃত্তিক, আলোচনা-নির্ভর রাষ্ট্র
মঘা → রাজকীয়, ক্ষমতাকেন্দ্রিক রাষ্ট্র
স্বাতী → আন্তর্জাতিক চাপ-সংবেদনশীল রাষ্ট্র
অনুরাধা → গুপ্তচর নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র

যখন রিয়াসাত নক্ষত্র ১২তম ঘরে চলে যায়, তখন রাষ্ট্রের মাথার উপর ছায়া পড়ে। রাষ্ট্র তখন—

• আভ্যন্তরীণ ষড়যন্ত্রে দুর্বল
• আন্তর্জাতিক প্রভাবের শিকার
• অর্থনৈতিক চাপের মুখে
• নেতৃত্বহীন হয়ে পড়ে

এখন নক্ষত্রের সবচেয়ে ভয়ঙ্কর নিয়ম হলো—
৪র্থ নক্ষত্রচক্রে রাষ্ট্রে বিপ্লব বাধ্যতামূলক।

নক্ষত্র ১ → জন্ম
নক্ষত্র ২ → উন্নয়ন
নক্ষত্র ৩ → দ্বন্দ্ব
নক্ষত্র ৪ → পতন বা নতুন জন্ম

যদি এই নক্ষত্রচক্র "মঙ্গল" বা "রাহু" দ্বারা সক্রিয় হয়, তবে এই পতন রক্তক্ষয়ী হয়।
যদি সক্রিয় হয় "বৃহস্পতি", তবে পতন না হলেও নেতৃত্ব বদলে যায়।
যদি সক্রিয় হয় "শনি", তবে রাষ্ট্র দীর্ঘস্থায়ী অস্থিতিশীলতায় পড়ে।

রাষ্ট্র-পরিবর্তনের সময় সবচেয়ে বেশি দেখা যায়—
রিয়াসাত নক্ষত্র + কেতু = সরকারের ভেতরেই ভাঙন।
এই ভাঙন পরে রাজনৈতিক সংকটে রূপ নেয়।
অল্প-সময়ের মধ্যেই পালাবদল শুরু হয়।

অধ্যায় ৫: ইলমুল জাফর — রাষ্ট্রশক্তির আসমানী কোড এবং ক্ষমতার গোপন অ্যালগোরিদম

জাফর সাধারণ মানুষ বোঝেনা,
কারণ জাফর হলো ইলমুল ঘাইবের (অদৃশ্য জ্ঞানের) গণিত।
এই বিদ্যা বলে—
রাষ্ট্র, রাজনীতি, যুদ্ধ, শাসক—সবকিছু সংখ্যায় ও অক্ষরে কোড হয়ে থাকে।

জাফর ব্যবহার করতে হলে তিনটি মান জানা জরুরি—

১. দেশের নাম
২. বছরের কসমিক চক্র
৩. শাসকের নাম

এগুলোকে আলাদা করে অক্ষর → সংখ্যায় রূপান্তর করা হয়।

যেমন, যদি কোনো দেশের জাফরি মান দাঁড়ায় ৪৮২
শাসকের মান দাঁড়ায় ১৩৯
বছরের মান দাঁড়ায় ২৭

তাহলে গণনা:

৪৮২ + ১৩৯ − ২৭ = ৫৯৪ → 5+9+4=18 → 1+8=9 (মঙ্গল-চক্র সক্রিয়)

অর্থাৎ দেশ যুদ্ধ বা সংঘর্ষ-নির্ভর পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে।

জাফরের সবচেয়ে শক্তিশালী নিয়ম হলো—
Negative Prime Result = Sudden Regime Break.

যদি গণনার ফলাফল ১১, ১৩, ১৭, ১৯, ২৩ … এর মতো মৌলিক সংখ্যা হয়,
তবে রাষ্ট্র হঠাৎ ক্ষমতার পালাবদল দেখে।
নির্বাচন, আন্দোলন, সামরিক সিদ্ধান্ত—সব ছেড়ে দিয়ে এক "অদৃশ্য আদেশে" পরিবর্তন ঘটে।

মিশরীয় ফেরাউনরা যুদ্ধে যাওয়ার আগে জাফরী গণনা করত।
মোগল বাদশাহরা কতদিন ক্ষমতায় থাকবে সেটিও জাফরের কোডে নির্ধারণ করত।
উসমানীয় সুলতানরা সিংহাসন বিপদের সংকেত জাফর থেকেই বুঝত।

অর্থাৎ—
জাফর হলো ক্ষমতার অন্তর্গত সিস্টেম।
এটা না জানলে রাষ্ট্রকে বোঝা যায় না।

অধ্যায় ৬: মিশরীয় আসমানী বিদ্যা — যেখানে গ্রহদের গোপন আদালত রাষ্ট্রের বিচার করে

মিশরীয় কসমিক সিস্টেমে রাষ্ট্রকে বলা হয় Heka-State Soul—
অর্থাৎ, রাষ্ট্রের নিজস্ব আত্মা আছে।
এই আত্মা ৩৬৫ দিনের মধ্যে ৩৬টি ডেকানে (Decan) ভ্রমণ করে।
প্রতিটি ডেকান ১০° নির্দেশ করে এবং প্রতিটি ডেকানের সাথে যুক্ত থাকে—

- এক মুয়াক্কিল আত্মা
- এক গ্রহ-প্রহরী
- এক পরিবর্তনশক্তি

যখন রাষ্ট্র এই ৩৬টি দরজার মধ্যে "শক্তিশালী দরজা" (Active Decan) অতিক্রম করে, তখন রাষ্ট্র পরিবর্তনের হাওয়া লাগে।

সবচেয়ে ভয়ংকর ডেকান হলো—
ডেকান ১৯ (মঙ্গল-শনি ডেকান)।
এই ডেকান সক্রিয় হলে—

- সরকার টিকে থাকতে চায় কিন্তু ব্যর্থ হয়
- সামরিক চাপ বাড়ে
- জনগণের রাগ বেড়ে যায়
- নেতৃত্ব পথ হারায়
- আন্তর্জাতিক সহযোগীরা মুখ ফিরিয়ে নেয়

একটি রাষ্ট্রে বড় বিপ্লব ঘটে সাধারণত তিনটি ডেকানের একটিতে—

ডেকান ১২ → অন্তর্দ্বন্দ্ব
ডেকান ১৯ → পতন
ডেকান ২৮ → পুনর্জন্ম

মিশরীয় পুরোহিতরা এই নিয়ম এতটাই নিখুঁতভাবে ব্যবহার করত যে একটি যুদ্ধ শুরু হওয়ার ৭ বছর আগেই তারা ফলাফল বলে দিত।
এবং আজও বহু দেশের "গোপন গবেষণা ইউনিট" এই ডেকান সিস্টেম ব্যবহার করে।

অধ্যায় ৭: সূর্য–চন্দ্র গ্রহগত ডিগ্রি সংঘর্ষ — নেতৃত্ব ও জাতির মানসিক বিপর্যয়ের মূল কারণ

রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো ডিগ্রি-সংঘর্ষ।
এটি সাধারণ জ্যোতিষী দেখে না—
কারণ এটি উচ্চস্তরের নুজুম ও হুকুমত বিশ্লেষণ।

যখন রাষ্ট্রের জন্মসূর্য দাঁড়ায়:

- ১৩°–১৮° (Leadership Zone)

এবং বর্তমান শাসকের সূর্য দাঁড়ায়

- ১৯°–২৬° (Opposition Zone)

তখন রাষ্ট্র ও নেতৃত্বের মধ্যে বিরোধ জন্মায়।
এই বিরোধ শুরুতে দেখা যায় না—কিন্তু একটু একটু করে রাষ্ট্র মানসিকভাবে নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করে।

চন্দ্রের ক্ষেত্রে এটি আরো ভয়ংকর।
যদি রাষ্ট্রের জন্মচন্দ্র ২২°–২৮°

এবং বর্তমান বৃহস্পতি বা রাহু একই ডিগ্রি অতিক্রম করে,
তাহলে রাষ্ট্রে ফুলে ওঠে—

• জনরোষ
• আত্মবিশ্বাসের পতন
• জাতীয় বিষণ্নতা
• বিচারব্যবস্থার টানাপোড়েন
• মিডিয়ার ভূমিকা পরিবর্তন

এই সময় যদি নির্বাচনী চক্র সক্রিয় হয়,
নেতৃত্ব হঠাৎ হারিয়ে যায়—
যেন রাষ্ট্র নিজেই তাকে বাতিল করে দিল।

এই কারণেই বলা হয়—
রাষ্ট্রের ডিগ্রি যদি না বোঝো, রাষ্ট্রকেই বুঝোনি।

অধ্যায় ৮: রাহু–কেতু রাষ্ট্র-ষড়যন্ত্র চক্র — অদৃশ্য ছায়া যেখানে ক্ষমতার সুতো টানে

রাহু ও কেতু হলো দুই অদৃশ্য ছায়া।
এরা গ্রহ নয়—কিন্তু গ্রহের চাইতেও শক্তিশালী।
ইলমুল নুজুম ও পুরনো আরবি কিতাব বলে—
যে রাষ্ট্রে রাহু–কেতুর ছায়া পড়ে, সেই রাষ্ট্রে রাজনীতি নয়, "অদৃশ্য শক্তি" সিদ্ধান্ত নেয়।

রাহুকে বলা হয় "ছায়া-শাহ",
কেতুকে বলা হয় "বিচ্ছেদ-রাজা"।

একটি রাষ্ট্র কখন অভ্যুত্থান দেখবে,
কখন ক্ষমতাসীন দলের ভাঙন হবে,
কখন সামরিক দল ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে যাবে,
কখন গোয়েন্দা সংস্থা নেতৃত্ব নিয়ে সন্দেহ করবে—
এসবই রাহু–কেতুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

রাহুর রাষ্ট্রিক প্রভাব

যখন রাহু রাষ্ট্রের জন্মচন্দ্রকে অতিক্রম করে:

• জনগণ হঠাৎ করে সরকারের প্রতি অবিশ্বাস পোষণ করে
• মিডিয়ায় আতঙ্ক বাড়ে
• রটনা, গুজব ও ষড়যন্ত্র প্রধান শক্তি হয়ে ওঠে
• ভিন্নমতের মানুষের সংখ্যা বাড়ে
• রাষ্ট্রের নৈতিক কাঠামো দুর্বল হয়

এই সময়কেই বলা হয় Rahuvian Distortion Period।

রাহু এমন এক জিনিস যা বাস্তবকে উল্টে দেয়।
শাসকের ভুল জনগণের চোখে অপরাধ হিসেবে দেখা দেয়,
আর দুর্বলতার জায়গা হয়ে ওঠে পতনের দরজা।

কেতুর রাষ্ট্রিক প্রভাব

কেতু রাষ্ট্রকে করে—

• বিচ্ছিন্ন
• মাথাহীন
• অনির্দেশিত

• ক্ষমতা ধরে রাখতে অক্ষম

যদি কেতু রাষ্ট্রের জন্মসূর্যের ডিগ্রিতে প্রবেশ করে,
তাহলে নেতৃত্ব শূন্যতার দিকে পড়ে যায়।

এ সময়—

• সামরিক বাহিনী রাষ্ট্রের ওপর চাপ বাড়ায়
• গোয়েন্দা ইউনিট স্বাধীনভাবে সিদ্ধান্ত নেয়
• দলীয় নেতারা ক্রমশ দূরে সরে যায়
• শাসকের জনপ্রিয়তা অস্বাভাবিকভাবে কমে

এই সময়টিকে বলা হয় Ketuvian Disintegration Cycle।

রাহু + কেতু = রাষ্ট্র–ষড়যন্ত্রের ছায়া

যখন রাহু–কেতু একই বছরে রাষ্ট্রের দুদিক আক্রমণ করে,
তখন রাষ্ট্র দাঁড়িয়ে থাকে ক্ষমতার এক অদৃশ্য মোড়ে।

হঠাৎ:

• দল ভেঙে দুই ভাগ
• নির্বাচনে অদ্ভুত ফলাফল
• নেতৃত্বের ওপর মামলার ঝড়
• সরকারের ভেতরে দুর্নীতি ফেটে পড়া
• আন্তর্জাতিক চাপ

এই সবকিছু ঘটে "আকাশের ছায়ার কারণে", মানুষের সিদ্ধান্তে নয়।

রাষ্ট্রবিপ্লবের সবচেয়ে বড় পূর্বাভাস হলো—
Moon + Rahu Opposition + Ketu Sun Strike
এই তিনটি একসাথে হলে সরকার পড়ে—
নির্বাচন থাকুক বা না থাকুক।

অধ্যায় ৯: মঙ্গল–শনি যুদ্ধচক্র — রাষ্ট্রের মাটিতে আগুন ও শাসকের মাথায় লোহা

মঙ্গল হলো আগুন,
শনি হলো লোহা।
দুটো যখন একসাথে হয়,
রাষ্ট্রে জন্ম নেয় রাজনৈতিক আগ্নেয়গিরি।

ইলমুল নুজুম বলে—
মঙ্গল মানুষকে রাগ দেয়, শনি মানুষকে শাস্তি দেয়।
যখন রাষ্ট্রের জন্মকুণ্ডলিতে মঙ্গল ও শনি স্কয়ার বা কনজাংশনে আসে, তখন—

- সরকার সহিংস আন্দোলনে পড়ে
- আন্দোলনকারীরা অস্বাভাবিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে
- প্রশাসন দুর্বল হয়ে যায়
- সামরিক হস্তক্ষেপের আশঙ্কা বাড়ে

এই সময়টিকে বলা হয় “Barase-Hadeed Cycle” — লোহা–আগুনের চক্র।

মঙ্গল + শনি = বিপ্লবের গণিত

যদি কোনো রাষ্ট্রের:

- জন্মমঙ্গল ৩°–১৩° এর মধ্যে
- জন্মশনি ২১°–২৮° এর মধ্যে

তাহলে রাষ্ট্র খুব দ্রুত রাজনৈতিক সংঘাতে পড়বে।

এখন যদি ট্রানজিটিং মঙ্গল প্রবেশ করে জন্মশনির ৯০° কোণে—
তখন শুরু হয়:

- দাঙ্গা
- অগ্নিসংযোগ
- জনআন্দোলন
- শাসকের পতন

মিশরীয়রা বলত:
“যদি আগুনের দেবতা ও লোহার দেবতা এক রাতে মিলিত হয়,
রাজপ্রাসাদ সকালে থাকবে না।”

মঙ্গল–শনির বিশেষ সূত্র

রাষ্ট্রে বড় বিপ্লব ঘটে যখন—

Mars Transit Degree – Saturn Birth Degree = 33° অথবা 66°

৩৩° মানে নেতৃত্বের ভাঙন,
৬৬° মানে নেতৃত্বের পতন।

আল-জাফর কিতাবে এর নাম—Darajatul Inqilab (বিপ্লবের ডিগ্রি)।

অধ্যায় ১০: সূফি রুহানী আসমান — রাষ্ট্রের আত্মা সাত আসমানে কীভাবে উঠে-বসে

সূফি বিদ্যা বলে—
রাষ্ট্রেরও একটি আত্মা আছে।
এই আত্মা মানবাত্মার মতোই সাত আসমানে ওঠানামা করে।
প্রতি আসমানে পরিবর্তিত হয় রাষ্ট্রের স্বভাব, ভাগ্য, সিদ্ধান্ত ও রাজনৈতিক মানসিকতা।

প্রথম আসমান: জন্ম ও বিশৃঙ্খলা

রাষ্ট্র সদ্য জন্ম নেয়।
উন্নয়ন, স্থিতিশীলতা, শান্তি—কোনোটাই স্থির থাকে না।
মানুষের প্রত্যাশা অস্থির হয়।
বড় সিদ্ধান্তগুলো ভুল সময়ে হয়।

দ্বিতীয় আসমান: স্থিতি ও সংগঠন

রাষ্ট্র নিজের কাঠামো তৈরি করে।
নতুন দল তৈরি হয়।
প্রশাসন শক্তি পায়।
আইনশৃঙ্খলা নিয়ন্ত্রণে আসে।

তৃতীয় আসমান: দ্বন্দ্ব ও পরীক্ষা

রাষ্ট্র হঠাৎ বিভক্ত হতে শুরু করে।

ক্ষমতার সংঘর্ষ, দলীয় বিভক্তি, রাজনৈতিক মনোভাবের পরিবর্তন—
সবকিছু একসাথে ঘটে।

চতুর্থ আসমান: লুকানো যুদ্ধ

এটি সবচেয়ে ভয়ংকর স্তর।
এখানে রাষ্ট্রের ভিতরে ঘটে:

• গোয়েন্দা যুদ্ধ
• গোপন চুক্তি
• মিত্রদের চাপ
• শাসকবিরোধী নীতি

রাষ্ট্র তখন বাইরে থেকে শান্ত দেখালেও ভেতরে ভেতরে দগ্ধ হতে থাকে।

পঞ্চম আসমান: বিপ্লবের দরজা

রাষ্ট্র নতুন জন্মের পথে দাঁড়ায়।
এ সময় নেতৃত্ব পরিবর্তন প্রায় নিশ্চিত।
দল ভেঙে নতুন দল জন্ম নেয়।
যদি এই সময়ে বৃহস্পতি সক্রিয় হয়—
রাষ্ট্র শান্তভাবে বদলায়।
যদি মঙ্গল সক্রিয় হয়—
রাষ্ট্র রক্ত দিয়ে বদলায়।

ষষ্ঠ আসমান: পুনর্গঠন

নতুন সরকার নতুন কাঠামো তৈরি করে।
রাষ্ট্র নতুন লক্ষ্যে এগোয়।

সম্পূর্ণ রাজনৈতিক মানচিত্র রূপান্তরিত হয়।

সপ্তম আসমান: পরিপূর্ণতা বা পতন

এটি হাইকমান্ড স্তর।
রাষ্ট্র হয় সম্পূর্ণভাবে সফল, নয়তো সম্পূর্ণ পতনের দিকে যায়।
শাসকের আত্মা যদি রাষ্ট্রের আত্মার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ না হয়—
পতন নিশ্চিত।

অধ্যায় ১১: রাষ্ট্রের রুহানী কম্পন সংখ্যা — যে সংখ্যা জানলে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া যায়

প্রতিটি রাষ্ট্রের আছে একটি Vibrational State Number (VSN)।
এটি নির্ধারিত হয় তিনটি মান দিয়ে—

• জনগণের মোট জন্মসংখ্যা (গড় vibrational output)
• রাষ্ট্রের নামের হুরুফ-কম্পন
• স্বাধীনতার দিনের কসমিক কম্পাঙ্ক

VSN যদি:

১ হয়: রাষ্ট্র নেতৃত্বকেন্দ্রিক হয়
২ হয়: রাষ্ট্র জোটনির্ভর হয়ে পড়ে
৪ হয়: রাষ্ট্র মৌলিক রূপান্তরের পথে যায়
৭ হয়: রাষ্ট্র গুপ্তচক্রে আক্রান্ত হয়
৯ হয়: বিপ্লব, আগুন, পরিবর্তন—অপরিহার্য

যদি কোন রাষ্ট্রের VSN = ৯ এবং একই সাথে রাহু–শনি সক্রিয় থাকে—

তাহলে সেই রাষ্ট্র কখনই শান্তিতে থাকতে পারে না।

রাষ্ট্রের VSN গণনা করে বলা যায়—
কোন বছরে নির্বাচন হবে ক্ষমতার পরিবর্তন,
কোন বছরে কূটনৈতিক সংঘর্ষ বাড়বে,
কোন বছরে সরকার স্থায়ী হবে না।

অধ্যায় ১২: সরকার পতনের ৪২ দিনের ছায়াচক্র — রাহু–শনি–মঙ্গল সমীকরণের সর্বনাশী সূত্র

রাজনৈতিক ইতিহাস বলে—
কোনো সরকার একদিনে পড়ে না।
মানুষ ভাবে পতন এসেছে হঠাৎ,
কিন্তু আসলে পতন শুরু হয় ৪২ দিন আগে,
যখন তিনটি ছায়াশক্তি একসাথে নড়ে ওঠে:

(১) রাহুর ছায়া
(২) শনির বিচার
(৩) মঙ্গলের আগুন

ইলমুল নুজুমে এই সময়কে বলা হয়:
“Arba’een-e-Surkh” — লালচক্রের ৪২ দিন।

৪২ দিনের পতন সূত্র কীভাবে কাজ করে?

রাষ্ট্রের জন্মকুণ্ডলিতে যখন:

- রাহু প্রবেশ করে ১ম, ৪র্থ বা ৭ম ঘরে
- শনি প্রবেশ করে ১০ম ঘরে

• মঙ্গল প্রবেশ করে ৮ম বা ১২তম ঘরে

তখন ৪২ দিনের কাউন্টডাউন শুরু হয়।

এই সময়টিকে সাধারণ মানুষ দেখে না,
কিন্তু রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ শক্তিগুলো অশান্ত হয়ে ওঠে—

• হঠাৎ মামলার ঝড়
• গোয়েন্দা সংস্থার চাপ
• প্রশাসনিক বিভ্রাট
• মিডিয়ার দৃষ্টিকোণ পরিবর্তন
• দলের ভেতরে ভাঙন
• অস্বাভাবিক জনরোষ

এই ৪২ দিনেই ক্ষমতা আসলে ফসকে যায়।

সূত্রের গোপন গণিত

ইলমুল আদাদ বলে—

যখন গ্রহের মোট ডিগ্রি সরে ১২৬° অতিক্রম করে,
১২৬ / ৩ = ৪২ দিনের তিনধাপ পতনচক্র গঠিত হয়।

ধাপ–১ (প্রথম ১৪ দিন): নেতৃত্ব বিভ্রান্ত হয়
ধাপ–২ (পরের ১৪ দিন): জনগণ দূরে সরে যায়
ধাপ–৩ (শেষ ১৪ দিন): রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভেঙে পড়ে

এ চক্র এতো নির্ভুল যে

অনেক রাষ্ট্র এই সূত্রকে “Top Secret Prediction Method” হিসাবে সংরক্ষণ করে।

অধ্যায় ১৩: রাজনৈতিক উত্থানের ১২-বছরের চক্র — বৃহস্পতির সোনালী পুনর্জন্ম

যেমন মানুষের জীবনে বড় সুযোগ আসে ১২ বছরে একবার,
রাষ্ট্রেরও রাজনৈতিক পুনর্জন্ম আসে ১২ বছরে একবার।

এটি বৃহস্পতির মূল চক্র।

প্রতি বার বৃহস্পতি রাষ্ট্রের জন্মরাশিতে ফিরে আসে,
রাষ্ট্র পায়—

- নতুন নেতৃত্ব
- নতুন রাজনৈতিক দর্শন
- নতুন অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি
- নতুন দলীয় কাঠামো
- নতুন প্রশাসনিক রূপ

এমনকি যে রাষ্ট্রে দীর্ঘদিন শাসকদল ক্ষমতায় থেকেছে—
সেখানে পর্যন্ত এই ১২-বছরের চক্র
শাসকের ভাগ্যের চাকা উলটে দেয়।

১২-বছরের চক্রের তিন স্তর

১. বীজ স্তর (Seed Cycle) — নতুন মতাদর্শ জন্ম নেয়
২. উত্থান স্তর (Rise Cycle) — নতুন নেতৃত্ব শক্তি অর্জন করে

৩. ফলন স্তর (Harvest Cycle) — ক্ষমতার পরিবর্তন ঘটে

যদি এই সময় রাষ্ট্রে রাহু–মঙ্গল সক্রিয় থাকে,
তাহলে উত্থান রক্তক্ষয়ী হয়।
যদি বৃহস্পতি–শুক্র সক্রিয় থাকে,
তাহলে উত্থান শান্তিপূর্ণ হয়।

ইলমুল জাফরের সোনালী সূত্র

জাফরী গণনা বলে—

যে বছর "State Destiny Number + Jupiter Year Number = ৩ বা ৬ বা ৯" হয়,
সে বছর রাজনৈতিক উত্থান বা ক্ষমতা পরিবর্তন বাধ্যতামূলক।

এই সূত্র এতটাই কার্যকর যে
অনেক দেশ গোপনে এই গণনা ব্যবহার করে
শাসকের সম্ভাব্য পতনের বছর নির্ধারণ করে।

অধ্যায় ১৪: রাষ্ট্রশক্তির Cosmic Power Axis — যেদিকে নুয়ে পড়ে জাতির ভবিষ্যৎ

প্রতিটি রাষ্ট্রের তিনটি অদৃশ্য শক্তির অক্ষ থাকে—

১. Axis of Fate — রাষ্ট্রের নিয়তি অক্ষ
২. Axis of Power — রাজনৈতিক ক্ষমতার অক্ষ
৩. Axis of Collapse — পতনের অক্ষ

এই তিনটি অক্ষ তৈরি হয়
রাষ্ট্রের সূর্য, চন্দ্র ও রাহুর ডিগ্রি-রেখা দিয়ে।

Axis of Fate — জন্মনিয়তি

জন্মসূর্য ও জন্মচন্দ্র
যে কোণে অবস্থান করে,
সেই কোণ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গঠন করে।

০°–৩০° → নেতৃত্ব শক্তিশালী
৩০°–৬০° → জনগণ প্রভাবশালী
৬০°–৯০° → অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব
৯০°–১২০° → গোপন ক্ষমতা সক্রিয়
১২০°–১৮০° → বাহ্যিক শক্তির প্রভাব
১৮০° → বিপ্লব, যুদ্ধ বা পুনর্জন্ম

Axis of Power — ক্ষমতার অক্ষ

এটি নির্ধারিত হয়
রাষ্ট্রের জন্মমঙ্গল ও জন্মশনি দ্বারা।

যদি এই অক্ষ হয়—

- ০°–৩৩° → রাষ্ট্র সামরিক-নির্ভর
- ৩৩°–৬৬° → রাষ্ট্র রাজনৈতিক-নির্ভর
- ৬৬°–৯৯° → রাষ্ট্র গোয়েন্দা-নির্ভর
- ৯৯°–১৩২° → রাষ্ট্র অরাজনৈতিক শক্তিতে প্রভাবিত
- ১৩২°–১৮০° → রাষ্ট্র পতনের পথে

Axis of Collapse — পতনের অক্ষ

এই অক্ষ তৈরি হয়
রাষ্ট্রের রাহু ডিগ্রি + সূর্য ডিগ্রি + শনির অবস্থান দিয়ে।

যদি এই তিনটি মিলে
১২৬°–১৮০° এ দাঁড়ায়,
তাহলে রাষ্ট্রের নেতৃত্ব ২ বছরের মধ্যে পরিবর্তন ঘটে।

যদি অক্ষ ৯০° এ আসে—
রাষ্ট্রে অস্থিরতা তৈরি হয়,
এবং ১৮ মাসের মধ্যে সরকারে পরিবর্তন দেখা যায়।

এই অক্ষ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে
ক্ষমতা চাইলে
অক্ষের বিপরীত দিকে না গিয়ে
অক্ষের সাথে মিল রেখে এগোতে হয়।

কারণ—
রাষ্ট্রের অক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ মানে সময়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ।

অধ্যায় ১৫: ২০২৫–২০৩৫ বৈশ্বিক ক্ষমতাবদলের ভবিষ্যদ্বাণী — যখন আকাশ পৃথিবীকে পুনর্গঠন করবে

২০২৫ থেকে ২০৩৫ পর্যন্ত পৃথিবী প্রবেশ করছে
এক ভয়ংকর কসমিক চক্রে—
যেখানে শনি, রাহু, কেতু, বৃহস্পতি
চারদিক থেকে পৃথিবীর রাষ্ট্রগুলোকে পুনর্গঠন করবে।

২০২৫–২০২৭: ছায়া-যুগ

• দক্ষিণ এশিয়া:
অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক সংঘর্ষ বাড়বে।
দুই দেশে সরকার পরিবর্তন অনিবার্য।

• মধ্যপ্রাচ্য:
একটি বড় শক্তি নেতৃত্ব হারাবে।
নতুন জোটকাঠামো তৈরি হবে।

• ইউরোপ:
অর্থনৈতিক চাপ ও রাজনৈতিক পরিবর্তন মিলিয়ে
নতুন নেতৃত্ব উঠে আসবে।

২০২৮–২০৩১: পুনর্জন্ম-যুগ

বৃহস্পতির ট্রানজিট ৪র্থ ঘরে প্রবেশ করবে বহু দেশের ক্ষেত্রে—
এতে দেখা যাবে:

• নতুন অর্থনৈতিক নীতি
• নতুন দলীয় কাঠামো
• দুর্বল নেতৃত্বের পতন
• যুবনেতৃত্বের উত্থান

এই সময় বিপর্যস্ত দেশগুলিও পুনর্গঠনের পথে যাবে।

২০৩২–২০৩৫: সোনালী বা অগ্নিযুগ (দেশভেদে)

যে রাষ্ট্রের VSN = ১, ৩, ৫ — উন্নয়ন হবে
যে রাষ্ট্রের VSN = ৭, ৯ — সংঘর্ষ, যুদ্ধ বা ধারাবাহিক পরিবর্তন হবে

কিছু রাষ্ট্র শান্তিপূর্ণ উন্নয়নে যাবে।
আর কিছু রাষ্ট্র বিভক্ত হয়ে নতুন রূপ নেবে।

এটা এমন একটি যুগ যেখানে
পুরনো বিশ্ব মানচিত্র আর থাকবে না।

অধ্যায় ১৬: নেতৃত্ব পতনের ডিগ্রি-ম্যাট্রিক্স — ৩১টি আসমানী ডিগ্রি

যেখানে নেতা ফসকে যায় সিংহাসন থেকে

রাষ্ট্রের ভাগ্য ঠিক করে সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, শনি—তবু পতন ঠিক করে ডিগ্রি-সংঘর্ষ।
ইলমুল নুজুমের গোপন নীতি:
“শাসকের সূর্য যখন রাষ্ট্রের চন্দ্রকে আঘাত করে, নেতৃত্ব ভুল পথে হাঁটে;
আর যখন শাসকের চন্দ্র রাষ্ট্রের সূর্যকে আঘাত করে, নেতৃত্ব তার মাটি হারায়।”

এখন প্রশ্ন—এই সংঘর্ষ কোথায় ঘটে?
কোন ডিগ্রি নেতৃত্বের ক্ষমতাকে দুর্বল করে?
কোন ডিগ্রি নেতৃত্বকে পতনের দিকে ঠেলে দেয়?

৩১ ডিগ্রি পতন-বিন্দু (Collapse Degrees)

ইলমুল নুজুম, ব্যাবিলনীয় জ্যোতিষ, জাফর ও হিন্দু নক্ষত্রপাঠ মিলিয়ে ৩১টি ডিগ্রি নির্ধারিত হয়েছে যেগুলোর মধ্য দিয়ে শাসক গেলে তার পতন ঘটে।

ডিগ্রি ৩°–৫°: প্রশাসনিক ভুল বাড়ে, জনপ্রিয়তা একধাক্কায় কমে
ডিগ্রি ৭°–৯°: দলের ভিতরে ফাটল
ডিগ্রি ১১°: মহা-অবিশ্বাসের জন্ম
ডিগ্রি ১২°: রাষ্ট্রীয় সংকটের সূচনা
ডিগ্রি ১৩°: আকাশে "বিরোধের দরজা" খোলে
ডিগ্রি ১৪°: আদালত বা বিচার ব্যবস্থা সক্রিয়
ডিগ্রি ১৬°–১৭°: বিদেশি চাপ বাড়ে
ডিগ্রি ১৮°: নেতৃত্ব ভেঙে পড়ে
ডিগ্রি ২১°: অভ্যন্তরীণ অভিযুক্তি শুরু
ডিগ্রি ২২°: দলীয় বিদ্রোহ
ডিগ্রি ২৩°: মিত্রদের বিশ্বাস হারানো
ডিগ্রি ২৪°: মাস-মিডিয়ার বিপরীত স্রোত
ডিগ্রি ২৫°: সেনাবাহিনীর চাপ বৃদ্ধি
ডিগ্রি ২৬°: প্রশাসন দুটি ভাগে বিভক্ত
ডিগ্রি ২৮°: শাসনযন্ত্র অচল হয়ে যায়
ডিগ্রি ৩০°: রাষ্ট্র নেতাকে প্রত্যাখ্যান করে
ডিগ্রি ৩১°: চূড়ান্ত পতনের বিন্দু

এই ডিগ্রিগুলো সাধারণ মানুষের চোখে ধরা পড়ে না।
কিন্তু রাজনৈতিক ও সামরিক চিন্তাশক্তির মূল গোপন বিভাগগুলো এ সূত্র ব্যবহার করে।

নেতৃত্ব পতনের চূড়ান্ত ডিগ্রি-সমীকরণ

যদি—

শাসকের সূর্য + রাষ্ট্রের শনি = ২২° বা ২৩°

তাহলে নেতার ওপর আসমানী বিচার নেমে আসে।

আর যদি—

শাসকের চন্দ্র – রাষ্ট্রের রাহু = ১৮°

তাহলে জনগণ নেতার হাত ছেড়ে দেয়।

এই দুই ঘটনার ব্যবধান যত কম হয়, পতন তত দ্রুত আসে।

অধ্যায় ১৭: জাফরী রাজা নির্বাচন পদ্ধতি — কার হাতে রাষ্ট্রের মুকুট

সেটাই বলে দেয় সংখ্যার আসমানী ভাষা

ইলমুল জাফর রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্থা নির্ধারণে ব্যবহৃত হয়েছে হাজার বছর ধরে।
মিসর, পারস্য, উসমানীয়, দিল্লি সুলতানাত—সবাই ব্যবহার করেছে এ পদ্ধতি।

জাফর বলে—
“রাষ্ট্র যার নামকে ডাকে, সিংহাসন তাকেই দেয়।”

জাফরী শাসক নির্বাচনের তিন ধাপ

প্রথম ধাপ: নামের সাদৃশ্য গণনা
রাষ্ট্রের নামের হুরুফমান ও শাসকের নামের মান যদি সমকোণে থাকে, শাসন স্থায়ী হয়।
যদি নামের কোণ হয় বিরোধী, শাসন হয় ক্ষণস্থায়ী।

উদাহরণ:
রাষ্ট্রের মান = ৪৩৩ → 4+3+3 = ১০ → ১
শাসকের মান = ১৯২ → 1+9+2 = ১২ → ৩

১ (সূর্য) এবং ৩ (মঙ্গল) → আগুনের সম্পর্ক
ফল: সংঘর্ষ, আন্দোলন, অস্থিরতা।
এখন আগুনের সাথে আগুন মিললে বিপ্লব সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় ধাপ: বছরের কসমিক সংখ্যা
যদি বছর = ২০২৫ → 2+0+2+5 = ৯ → মঙ্গল-চক্র
এ বছর মঙ্গল-বেসড নেতারা পতনের দিকে যায়;
বৃহস্পতি-বেসড নেতারা উত্থানের দিকে যায়।

তৃতীয় ধাপ: PFT (Political Fate Triangle)
PFT = রাষ্ট্র মান + শাসক মান – বছর মান
যদি PFT = ০, ৯, ১৬, ২৩ → নেতৃত্ব পতন
যদি PFT = ১, ৩, ৫, ৭ → নেতৃত্ব স্থায়ী
যদি PFT = ১১, ১৩, ১৭, ১৯ → অভ্যুত্থানের বছর

জাফরের ভাষায় এটি বলা হয়—
“ত্রিভুজে যে পড়ে, সে পড়ে নেতৃত্বেও।”

অধ্যায় ১৮: হুরুফের রাষ্ট্র-ব্যাধি নির্ণয় — কোন অক্ষর রাষ্ট্রে কোন সংকট আনে

প্রতিটি রাষ্ট্রের নাম অনুযায়ী রাষ্ট্রে একটি ব্যাধি থাকে—
এটি রোগ নয়, এটি রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা।

ইলমুল হুরুফ বলে:
“রাষ্ট্রের রোগ লুকিয়ে থাকে তার নামের প্রথম ৩ হরফে।”

রাষ্ট্র-ব্যাধির হুরুফ-গণনা

A → অহংকার ও কেন্দ্রীয় শক্তির দ্বন্দ্ব
B → জনগণের অস্থিরতা
C → তথ্য-বিভ্রাট
D → বিচারব্যবস্থার চাপ
E → অর্থনৈতিক উত্থান–পতন
F → নেতৃত্বের অস্থিরতা
G → সামরিক সমস্যা
H → ধর্মীয় বিভাজন
I → আন্তর্জাতিক চাপ
K → অভ্যন্তরীণ বিভাজন
M → জনসংখ্যা-ভিত্তিক সংকট
N → দুর্নীতি-চক্র
R → রাজনৈতিক আগুন
S → ছায়া-ষড়যন্ত্র

যদি কোনো রাষ্ট্রের নামের প্রথম তিন অক্ষর হয়:

BAN → B+A+N = 2+1+50 = 53 → 5+3=8
৮ হলো শনির সংখ্যা → “রাষ্ট্র বিচার, আইন, চাপ ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে দিয়ে চলে।”

এ রাষ্ট্রের পতন সাধারণত ঘটে:

• শনি–মঙ্গল স্কয়ারে
• রাহু–শনির কনজাংশনে
• বৃহস্পতি–শনির বিরোধে

অর্থাৎ নাম বলেই দেয় রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদি চক্র।

অধ্যায় ১৯: নেতৃত্ব পরিবর্তনের ৭ আসমানী সূত্র — যেকোনো শাসকের ভাগ্য এগুলোতেই লেখা

সূফি কিতাব ও ইলমুল আরব-ফারসি পঞ্জিকায় লেখা আছে
“নেতৃত্বের উত্থান ও পতন নির্ধারণে ৭টি আসমানী সূত্র কাজ করে।”

এই সূত্রগুলো হলো—

সূত্র ১:
যখন রাষ্ট্রের চন্দ্র নেতার সূর্যের বিপরীতে যায় → জনগণ নেতাকে প্রত্যাখ্যান করে।

সূত্র ২:
যখন শনি ১০ম ঘর থেকে ৪র্থ ঘরে নামে → সরকার চাপেই ভেঙে পড়ে।

সূত্র ৩:
যখন মঙ্গল ৮ম ঘরে প্রবেশ করে → আন্দোলন সহিংস হয়।

সূত্র ৪:
যখন বৃহস্পতি ১২তম ঘরে যায় → বিচার, মামলা, আন্তর্জাতিক চাপ বাড়ে।

সূত্র ৫:
যখন রাহু রাষ্ট্রের ১ম ঘরে ওঠে → ক্ষমতার ভিতরেই ষড়যন্ত্র শুরু হয়।

সূত্র ৬:
যখন কেতু রাষ্ট্রের সূর্যে আঘাত করে → নেতৃত্বের মাথা কেটে যায় (প্রতীকী)।

সূত্র ৭:
যখন সূর্য–চন্দ্র গ্রহন রাষ্ট্রের জন্মরাশিতে পড়ে → নেতৃত্ব বদলে যায়।

এ সাতটি সূত্র যে পড়তে পারে—
সে রাষ্ট্রের পরবর্তী দশকের রাজনৈতিক দিক নির্ধারণ করে দিতে পারে।

অধ্যায় ২০: শেষ যুগে কোন রাষ্ট্র কোন ভূমিকায় আসবে — আকাশের ভবিষ্যদ্বাণী ২০২৫–২০৭০

এই যুগে পৃথিবী অতিক্রম করছে রাহুর "Global Shift Cycle"—
যেখানে রাষ্ট্রগুলো তিন ভাগে বিভক্ত হবে।

শ্রেণি ১: সূর্য-রাষ্ট্র (উত্থান ও নেতৃত্ব)

যেসব রাষ্ট্রের হুরুফমান = ১, ৩, বা ৫
এই রাষ্ট্রগুলো ২০২৫–২০৫০ পর্যন্ত শক্তিশালী হবে—
নতুন রাজনৈতিক আদর্শ, প্রযুক্তি, নেতৃত্ব সৃষ্টি করবে।

শ্রেণি ২: চন্দ্র-রাষ্ট্র (পরিবর্তন ও পুনর্গঠন)

যেসব রাষ্ট্রের মান = ২, ৪, ৭
এদের প্রতিনিয়ত নেতৃত্ব পরিবর্তন হবে।
এরা অস্থিতিশীল সময় পার করে পুনর্গঠনের দিকে যাবে।

শ্রেণি ৩: রাহু-রাষ্ট্র (বিভাজন ও পুনর্জন্ম)

যেসব রাষ্ট্রের মান = ৬, ৮, ৯
এরা বারবার পতন, সংঘর্ষ, বিপ্লব দেখে নতুন রূপ নেবে।
এদের রাজনৈতিক মানচিত্র বদলে যাবে ২০৩৫–২০৫৫ মধ্যে।

এটাই শেষ যুগের কসমিক মানচিত্র।

অধ্যায় ২১: রাষ্ট্রের “Inqilab Matrix” — বিপ্লবের নিষিদ্ধ গণিত যা ক্ষমতার সামনে কেউ বলে না

বিপ্লব কখন হবে? কে করবে? কীভাবে ছড়িয়ে পড়বে?
সাধারণ মানুষ ভাবে, বিপ্লব হয় মানুষের রাগে।
কিন্তু আসমানী বিদ্যা বলে—বিপ্লব জন্ম নেয় তিনটি শক্তির সমীকরণে:

(১) রাহুর ছায়া
(২) মঙ্গলের আগুন
(৩) শনির বিচার

এই তিন শক্তির সংমিশ্রণ তৈরি করে Inqilab Matrix,
যা রাষ্ট্রবিপ্লবের মূল গণিত।

Inqilab Matrix কীভাবে কাজ করে?

ধরে নেওয়া যাক একটি রাষ্ট্রের:

- জন্ম-রাহু = ৮°
- জন্ম-মঙ্গল = ১৫°
- জন্ম-শনি = ২৮°

এখন তিনটি ডিগ্রি যোগ করা হলো:
৮ + ১৫ + ২৮ = ৫১ → 5+1 = ৬

৬ হলো রাহু সংখ্যা → বিপ্লব ছায়া-নির্ভর, আকস্মিক, ছুরি-ভিত্তিক,
রক্তহীন কিন্তু ভয়ংকর।

Inqilab Matrix-এর ৯টি ফলাফল

১ = সূর্য-বিপ্লব: নেতৃত্বের পতন
২ = চন্দ্র-বিপ্লব: জনগণের বিদ্রোহ
৩ = মঙ্গল-বিপ্লব: সহিংস আন্দোলন
৪ = রাহু-বিপ্লব: গুপ্ত ষড়যন্ত্র
৫ = জুপিটার-বিপ্লব: নতুন দল উত্থান
৬ = কেতু-বিপ্লব: আকস্মিক সরকার পতন
৭ = শনি-বিপ্লব: দীর্ঘ আন্দোলন
৮ = মারকুরি-বিপ্লব: তথ্যবিদ্রোহ, মিডিয়া-অশান্তি
৯ = আগ্নিবিপ্লব: রাষ্ট্র সম্পূর্ণ রূপান্তর

যে রাষ্ট্রের Inqilab Matrix = ৯,
সেই রাষ্ট্র বিপ্লবের পর নতুন মানচিত্রে পরিণত হয়।

অনেক রাষ্ট্রই এমনভাবে বদলে গেছে যে
পুরনো মানচিত্র আজ ইতিহাস বই ছাড়া পাওয়া যায় না।

অধ্যায় ২২: সূর্য–চন্দ্র–মঙ্গল ত্রিভুজ — রাষ্ট্রের রাজনৈতিক হৃদস্পন্দনের রাডার

রাষ্ট্রের ভাগ্য নির্ধারণ করে তিন গ্রহ—

সূর্য = ক্ষমতা
চন্দ্র = জনগণ
মঙ্গল = আন্দোলন

এই তিন গ্রহ যখন ত্রিভুজে দাঁড়ায়, রাষ্ট্র তখন মানুষকে দেখে না—
আকাশকে দেখে চলে।

এই ত্রিভুজ তিন প্রকার—

১) শক্তির ত্রিভুজ (Power Triangle)

সূর্য ১ম ঘরে, চন্দ্র ৫ম ঘরে, মঙ্গল ৯ম ঘরে
রাষ্ট্র হয় শক্তিশালী
নেতৃত্ব স্থায়ী থাকে
রাজনৈতিক অবস্থান অটল হয়

২) বিভক্তির ত্রিভুজ (Conflict Triangle)

সূর্য ৭ম ঘরে, চন্দ্র ১ম ঘরে, মঙ্গল ৪র্থ ঘরে
এ সময় রাষ্ট্রে দেখা যায়—
দলীয় বিভক্তি, আন্দোলনের প্রস্তুতি, প্রশাসনের দুর্বলতা

৩) পতনের ত্রিভুজ (Collapse Triangle)

সূর্য ১০ম ঘরে, চন্দ্র ১২তম ঘরে, মঙ্গল ৬ষ্ঠ ঘরে
এই ত্রিভুজ সক্রিয় হলে
রাষ্ট্র কোনওভাবেই সরকারকে ধরে রাখতে পারে না।
এটি বিপ্লব, অভ্যুত্থান বা নির্বাচনী বিপর্যয়ের সংকেত।

ইলমুল নুজুমে এ ত্রিভুজের নাম—
“Musallas-ut-Taqdeer” (নিয়তির ত্রিভুজ)।

যে রাজনৈতিক নেতা এই ত্রিভুজের অবস্থান জানে,
সে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ গ্রাফ আঁকতে পারে।

অধ্যায় ২৩: রাষ্ট্রের ছায়াশরীর (Shadow State Body) — যেখানে ক্ষমতাকে নীচ থেকে কেটে ফেলা হয়

প্রতি রাষ্ট্রের দুটি শরীর আছে—

জাহিরি শরীর = সংবিধান, সরকার, প্রতিষ্ঠান
বাতিনি শরীর = জনগণ, আবেগ, গল্প, ইতিহাস
ছায়াশরীর = আকাশের শক্তি + গুপ্ত প্রশাসন + অদৃশ্য নীতি

রাজনৈতিক পতন মূলত ছায়াশরীর থেকেই শুরু হয়।

ছায়াশরীরের তিনটি স্তর

স্তর ১: আসমানী ছায়া
রাহু–কেতুর ডিগ্রি-প্রভাব
এটি রাষ্ট্রের আবেগ নিয়ন্ত্রণ করে

স্তর ২: প্রশাসনিক ছায়া
গোয়েন্দা সংস্থা, সেনাবাহিনী, কূটনীতি
এগুলো রাষ্ট্রকে ভেতর থেকে বদলায়

স্তর ৩: জনগণের ছায়া
মেজাজ, হতাশা, বিক্ষোভ
এগুলো নেতৃত্বের মূলে আঘাত করে

যদি তিনটি স্তর একই বছরে সক্রিয় হয়—
রাষ্ট্রে ঘটে "Shadow Collision"—
এটি এতটাই শক্তিশালী যে
নির্বাচন ছাড়াই সরকার পড়ে যেতে পারে।

অধ্যায় ২৪: ৯৯° রাষ্ট্র-পতন রহস্য — কেন এই ডিগ্রি হল সবচেয়ে ভয়ংকর উল্কাপাতের বিন্দু

গ্রহের অবস্থান ৯৯° হলে
আসমানী শক্তিতে তৈরি হয় এক ভয়ংকর ছায়া-ডিভাইড,
এ সময়ে রাষ্ট্রের ভারসাম্য থাকে সবচেয়ে দুর্বল অবস্থায়।

ইলমুল নুজুম, মিশরীয় ডেকান সিস্টেম ও গ্রিক অকাল্ট তিনটিই একমত—
৯৯° হলো Doom Axis।

রাষ্ট্রের জন্য ৯৯° কী বোঝায়?

• রাহু যদি ৯৯° অতিক্রম করে → রাষ্ট্রে সাংঘর্ষিক সিদ্ধান্ত
• শনি যদি ৯৯° পায় → বিচার, শাস্তি, দুর্নীতি প্রকাশ
• মঙ্গল ৯৯° এ গেলে → সড়ক-অস্থিরতা, জনরোষ
• সূর্য ৯৯° এ গেলে → নেতৃত্বের উপর বিশ্বাসহানী
• চন্দ্র ৯৯° এ গেলে → জনগণের মেজাজ উল্টে যায়

৯৯° পতন-সমীকরণ

রাজনৈতিক পতনের সবচেয়ে নিখুঁত সূত্র:

** জন্মসূর্য + ট্রানজিট রাহু = ৯৯°
অথবা
জন্মচন্দ্র + ট্রানজিট শনি = ৯৯°**

এ দুই ঘটনার একটিও ঘটলে নেতৃত্বকে সরে যেতেই হয়।

যে রাষ্ট্রের রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা এই ডিগ্রি বোঝে না
তারা অন্ধকারে পথ চলে।
কারণ ৯৯° হলো সেই আসমানী কুঠার যার আঘাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দুইভাগ হয়ে যায়।

অধ্যায় ২৫: ভবিষ্যতে কোন দেশে কোন বছরে কোন ধরণের সরকার পরিবর্তন ঘটবে — আসমানী গণিতের সার্বিক সূত্র

ইলমুল নুজুম, জাফর, নক্ষত্র, হুরুফ, ডেকান—
সব মিলিয়ে একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ এভাবে নির্ধারণ করা যায়—

১) রাহু-চক্র (১৮.৬ বছর)

রাহু যার চন্দ্রকে আঘাত করে
সেই রাষ্ট্রে নেতৃত্ব নড়বড়ে হয়
এটি নেতৃত্ব পরিবর্তনের সেরা সময়

২) বৃহস্পতি-চক্র (১২ বছর)

বৃহস্পতি জন্ম-সূর্যে পৌঁছালে নতুন নেতৃত্ব জন্ম নেয়

৩) শনি-চক্র (২৯.৫ বছর)

শনির ফিরে আসা মানে—
রাষ্ট্রের হিসাববন্ধ
দুর্নীতি ও ভুলের বিচার
নেতৃত্বের পরীক্ষা
প্রায়ই সরকার-পতন

৪) ৯-বছরের আগুনচক্র

স্বাধীনতার বছর যোগফল যদি ৯ হয়

তাহলে প্রতি ৯ বছরে ক্ষমতা বদলায়

৫) ৪২ দিনের শেষচক্র

বছরের শেষে ৪২ দিনই নির্ধারণ করে
সরকার থাকবে না যাবে

৬) নক্ষত্র-পতনচক্র

যখন রাষ্ট্রের রিয়াসাত-নক্ষত্র ১২তম ঘরে পড়ে
রাষ্ট্রের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়

৭) সূর্যগ্রহণ + চন্দ্রগ্রহণ

যদি দুই গ্রহণ এক বছরে পড়ে
রাষ্ট্রে বড় ধরনের ক্ষমতাবদল অনিবার্য

এই সূত্রগুলো মিলিয়ে সুনির্দিষ্টভাবে বলা যায় কোন দেশে কোন বছরে পরিবর্তন আসবে।

অধ্যায় ২৬: Rewriting Destiny Algorithm — রাষ্ট্রের লিখিত ভাগ্য কীভাবে পরিবর্তিত হয়

ব্রহ্মান্ডে প্রতিটি রাষ্ট্রের একটি "Written Destiny Code" থাকে—
এটি আসমানী লাওহুত স্তরে লেখা থাকে।
সাধারণ ইতিহাসবিদ ভাবে, রাষ্ট্রের ভাগ্য বদলায় রাজনীতি, অর্থনীতি বা যুদ্ধের কারণে।
কিন্তু আসমানী দর্শন বলে—

"রাষ্ট্রের ভাগ্য লেখা থাকে সূর্য–চন্দ্র–রাহু–শনি—এই চার শক্তির কসমিক স্থিতিতে।"

এখন প্রশ্ন—
ভাগ্য লিখিত হলে কি তা পরিবর্তন সম্ভব?

ইলমুল জাফর ও সূফি তত্ত্ব উভয়ই বলে—
হ্যাঁ, সম্ভব। কিন্তু তিনটি শর্তে।

শর্ত ১: Leadership Shift (নেতৃত্বের শক্তিমণ্ডল পরিবর্তন)

প্রতি রাষ্ট্রের ওপর একটি Leadership Aura থাকে,
যা তিনটি স্তরে কাজ করে—

- Izzat Layer (সম্মান–আভা)
- Niyyat Layer (উদ্দেশ্য–আভা)
- Qudrat Layer (ক্ষমতা–আভা)

যখন এই তিন স্তরের যেকোনো একটিতে আধ্যাত্মিক বা
রাজনৈতিকভাবে পরিবর্তন আসে,
রাষ্ট্রের কসমিক গণিত বদলে যায়।

শর্ত ২: Planetary Reprogramming (গ্রহগত পুনর্লিখন)

যদি রাষ্ট্রের জন্মসূর্যে বৃহস্পতি প্রবেশ করে,
এবং একই সময়ে চন্দ্র ও রাহু "গেইট-অ্যাঙ্গেল" ৬৬°–এ পৌঁছে যায়,
তখন রাষ্ট্রের আগের ভাগ্য অকার্যকর হয়ে পড়তে থাকে।

এটিকে বলা হয়—
"Rewrite Portal Activation"
অর্থাৎ ভাগ্য নতুন করে লেখা শুরু হয়।

শর্ত ৩: People's Frequency Shift (জনগণের কম্পাঙ্ক পরিবর্তন)

যদি জনগণের সম্মিলিত Vibrational Output ১৮ দিনের মধ্যে
৩–৫ Hz এর মতো একত্রে বাড়ে বা কমে,
তখন রাষ্ট্রের পুরনো গণিত ভেঙে পড়ে।

ইলমুল আদাদ বলে—
"যখন সংখ্যার স্তর বদলায়, রাষ্ট্রের পথও বদলায়।"

এর ফলে রাষ্ট্রের Destiny Algorithm পুনর্লিখিত হয়ে
নতুন পথ তৈরি হয়—
যেখানে পুরনো শাসকের জায়গায় নতুন শাসক উঠে আসে।

অধ্যায় ২৭: রাষ্ট্রের Cosmic Genome — যে কোড বলে দেয় রাষ্ট্রের জীবদ্দশা, পতন, পুনর্জন্ম

মানুষের DNA যেমন উত্তরাধিকার নির্ধারণ করে,
রাষ্ট্রেরও একটি কসমিক DNA আছে, যাকে বলা হয়—
Cosmic Genome of a Nation (CGN)।

CGN তৈরি হয় ৭টি স্তরে—

১. Solar Layer (রাষ্ট্রের Ego–শক্তি)
২. Lunar Layer (জনগণের মানসিক শক্তি)
৩. Martian Layer (সংঘর্ষ শক্তি)
৪. Saturnine Layer (বিচার ও শাস্তি)
৫. Jovian Layer (বৃদ্ধি ও উন্নয়ন)
৬. Rahuvian Layer (ছায়া ও ষড়যন্ত্র)
৭. Ancestral Layer (ইতিহাস ও পূর্বপুরুষের শক্তি)

এখন রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে—
কোন স্তর কোন স্তরকে আঘাত করছে।

উদাহরণ:

যদি Saturnine Layer Rahuvian Layer–কে আঘাত করে →
রাষ্ট্র অদৃশ্য অস্থিরতায় পড়ে যায়
বিচার + ষড়যন্ত্র = নেতৃত্ব শূন্যতা

যদি Lunar Layer Martian Layer–কে আঘাত করে →
জনগণ আন্দোলনমুখী হয়ে ওঠে

জনরোষ + সংঘর্ষ = আন্দোলন

CGN বিশ্লেষণ করে বলা যায়—

• রাষ্ট্র কত বছর স্থায়ী শাসন দেখবে
• কোন বছরে পতন
• কোন বছরে অভ্যুত্থান
• কোন বছরে পুনর্গঠন
• কোন বছরে রাষ্ট্র ভয়ংকর সংকটে যাবে

CGN কে বোঝা মানে রাষ্ট্রের নীল নকশা হাতে পাওয়া।

অধ্যায় ২৮: নেতৃত্বের রুহানী শিরা — কোন শিরা সক্রিয় হলে নেতৃত্ব থাকে, আর কোন শিরা বন্ধ হলে নেতৃত্ব পড়ে যায়

প্রতিটি নেতার শরীরে থাকে তিনটি আধ্যাত্মিক শিরা—

(১) শিরা–এ–মুরাদ (ইচ্ছাশক্তি)
(২) শিরা–এ–কিয়াদাহ (নেতৃত্বশক্তি)
(৩) শিরা–এ–নূর (আসমানী অনুমোদন)

নেতা ক্ষমতায় টিকে থাকে তখনই,
যখন এই তিন শিরা সক্রিয় থাকে।

শিরা–এ–মুরাদ বন্ধ হলে:

• সিদ্ধান্ত ভুল হয়
• অদক্ষতার অভিযোগ বাড়ে

• জনগণ সমর্থন হারায়

শিরা–এ–কিয়াদাহ বন্ধ হলে:

• দল ভেঙে দুইভাগ
• উপদেষ্টারা ভুল তথ্য দেয়
• সেনা–বেসামরিক টানাপোড়েন বাড়ে

শিরা–এ–নূর বন্ধ হলে:

এটি সবচেয়ে ভয়ংকর।
এটি বন্ধ হলে রাষ্ট্র নিজেই নেতাকে প্রত্যাখ্যান করে।

ইলমুল নূর বলে—
“রাষ্ট্র নূর দিলে রাজা বাঁচে; রাষ্ট্র নূর তুলে নিলে রাজা পড়ে।”

এই শিরাগুলো সক্রিয় বা নিষ্ক্রিয় হয়
গ্রহগত শক্তি, জনগণের আবেগ, এবং রাষ্ট্রের জন্মকুণ্ডলির ভিত্তিতে।

এগুলো বিশ্লেষণ করলে বোঝা যায়—
নেতা বাঁচবে না পড়বে।

অধ্যায় ২৯: নবগ্রহের মাধ্যমে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রচিত্র আঁকার সম্পূর্ণ পদ্ধতি — State Timeline Mapping

এটি সর্বোচ্চ স্তরের বিদ্যা।
এই পদ্ধতি জানলে যে কেউ রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ৫০ বছর পর্যন্ত আঁকতে পারে।

ধাপ ১: জন্মগ্রহের অবস্থান বের করা

রাষ্ট্রের জন্মমুহূর্তে সূর্য–চন্দ্র–মঙ্গল–শনি কোথায় ছিল
তাই বলে রাষ্ট্রের স্বভাব।

ধাপ ২: প্রধান ট্রিগার গ্রহ নির্ধারণ

প্রতি রাষ্ট্রেই ১টি গ্রহ সবচেয়ে বেশি প্রভাব ফেলে—
যাকে বলা হয় "Trigger Planet।"

• সূর্য–রাষ্ট্র = নেতৃত্ব চক্র
• চন্দ্র–রাষ্ট্র = জনগণ চক্র
• মঙ্গল–রাষ্ট্র = আন্দোলন চক্র
• শনি–রাষ্ট্র = পতন চক্র
• রাহু–রাষ্ট্র = গোপন চক্র
• বৃহস্পতি–রাষ্ট্র = উন্নয়ন চক্র

এই গ্রহটি চিহ্নিত করলেই রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ মানচিত্র দেখা যায়।

ধাপ ৩: গ্রহগত ট্রানজিটের টাইমলাইন তৈরি করা

এই একমাত্র ধাপ জানার পর রাষ্ট্রের আগামী ৫ বছরে—

• নির্বাচন কখন
• পতন কখন
• উত্থান কখন
• বিপ্লব কখন
• পুনর্জন্ম কখন

সব বলা সম্ভব।

ধাপ ৪: ৪২ দিনের পতন–জানালা খুঁজে বের করা

যখন Trigger Planet তিনকোণে পড়ে → ৪২ দিনের বিপদচক্র শুরু।

ধাপ ৫: নক্ষত্রচক্রের সঙ্গে মিলিয়ে চূড়ান্ত ভবিষ্যদ্বাণী লেখা

নক্ষত্র ঠিক করে:

• কোন ঘটনার গভীরতা
• কোন ঘটনার সময়কাল
• কোন ঘটনার পরিণতি

এটাই State Timeline Mapping।

অধ্যায় ৩০: Master Occult Prediction Framework — রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ জানার সেই পদ্ধতি যা কেবল

"আহলুল হিকমাহ" জানে

এই পদ্ধতি সাধারণ মানুষকে দেওয়া হয় না।
শুধু উচ্চস্তরের রুহানী–নুজুম–জাফর জ্ঞানীরা জানেন।

এ পদ্ধতিতে চারটি স্তর—

স্তর–১: Ilm-ul-Huruf Analysis

রাষ্ট্রের নাম + নেতার নাম
এই দুটি থেকে বের হয় নেতৃত্ব–সামঞ্জস্য বা বিরোধ।

স্তর–২: Ilm-ul-Adad Power Lines

তারিখ–সংখ্যা–চক্র
এগুলি বলে দেয় উত্থান বা পতন কোন বছরে।

স্তর–৩: Ilm-ul-Nujoom Transit Grid

৯ গ্রহ + ১২ ঘর + ৩৬০° ট্রানজিট
এটি বলে ঘটনাটি কেমন হবে—
সহিংস, নরম, শান্তিপূর্ণ, আকস্মিক।

স্তর–৪: Ilm-ul-Jafr Fate Reconstruction

এই স্তর বলে—
রাষ্ট্রের Destiny Algorithm পুনর্লিখিত হবে কি না।

এই চার স্তর মিলে
একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ চোখের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

বিশ্বশক্তির ভবিষ্যৎ মানচিত্র: ২০২৫–২০৭০

অধ্যায় ৩১: Global Political Reset Cycle 2030–2070 — যখন পৃথিবী প্রবেশ করবে নতুন রাষ্ট্রযুগে

পৃথিবীর রাজনৈতিক ব্যবস্থা স্থির নয়।
প্রতি ৫০–৬০ বছরে পৃথিবী প্রবেশ করে এক বিশ্বব্যাপী অদৃশ্য রিসেট চক্রে, যা তৈরি হয় তিন গ্রহের সংযুক্ত শক্তিতে:

(১) শনি = বিচার ও কাঠামো
(২) রাহু = ছায়াশক্তি ও নতুন মতাদর্শ
(৩) বৃহস্পতি = নতুন রাজনৈতিক জন্ম

যখন এই তিন শক্তি একই যুগে ত্রিভুজ সৃষ্টি করে, তখন—

• পুরনো রাজনৈতিক ব্যবস্থাগুলো ভেঙে পড়ে
• নতুন ক্ষমতাশক্তি জন্ম নেয়
• মহাদেশগুলো নতুন ভূমিকা পায়
• জোট বদলায়
• সীমান্ত বদলায়
• রাষ্ট্রের পরিচয় বদলায়

ইতিহাসে এ ঘটনা ঘটেছে ৩ বার—

১) খ্রিষ্টাব্দ ৬০০–৬৫০ → আরব সাম্রাজ্যের জন্ম
২) খ্রিষ্টাব্দ ১২৬০–১৩২০ → তুর্কি–মঙ্গোল শক্তির উত্থান
৩) ১৯৪৫–১৯৬০ → দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বব্যবস্থা

এবং এখন পৃথিবী প্রবেশ করছে চতুর্থ রিসেট চক্রে—
যা সক্রিয় থাকবে ২০২৫–২০৭০ পর্যন্ত।

এই Reset Cycle-এর প্রধান বৈশিষ্ট্য:

• শক্তিধর রাষ্ট্র দুর্বল হবে
• দুর্বল রাষ্ট্র শক্তিতে রূপ নেবে
• নতুন ভূ-রাজনৈতিক ধর্ম জন্ম নেবে
• অর্থনীতি থেকে সামরিক শক্তি—সবকিছু স্থানান্তরিত হবে
• কিছু রাষ্ট্র ভেঙে যাবে, কিছু রাষ্ট্র একত্র হবে

আকাশ বলছে—
"যে রাষ্ট্র নবগ্রহের পথ ধরবে, সেই রাষ্ট্র ভবিষ্যৎ নিয়ন্ত্রণ করবে।"

অধ্যায় ৩২: বিশ্বকে ১২টি কসমিক অঞ্চলে বিভক্ত করার আসমানী সূত্র — কোন অঞ্চল কোন ভাগ্য বহন করে

ইলমুল নুজুমে পৃথিবীকে ভাগ করা হয়েছে ১২ Cosmic Regions-এ।
প্রত্যেক অঞ্চল একেকটি গ্রহশক্তি বহন করে।
এই শক্তি নির্ধারণ করে সেই অঞ্চলের ভবিষ্যৎ।

অঞ্চল ১: সূর্য–অঞ্চল

নেতৃত্ব, সামরিক শক্তি, ক্ষমতার লড়াই
(উদাহরণ: মধ্যপ্রাচ্যের কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রসমূহ)

অঞ্চল ২: চন্দ্র–অঞ্চল

জনগণ-নির্ভর আন্দোলন, সামাজিক বিপ্লব
(দক্ষিণ এশিয়ার অংশবিশেষ)

অঞ্চল ৩: মঙ্গল–অঞ্চল

সংঘর্ষ, যুদ্ধ, অভ্যুত্থান
(আফ্রিকা ও কয়েকটি পূর্ব-এশীয় অঞ্চল)

অঞ্চল ৪: বুধ–অঞ্চল

তথ্যযুদ্ধ, প্রযুক্তি-নেতৃত্ব
(পূর্ব এশিয়ার উন্নত দেশসমূহ)

অঞ্চল ৫: বৃহস্পতি–অঞ্চল

অর্থনীতি, উন্নয়ন, কূটনীতি
(পশ্চিম ইউরোপ)

অঞ্চল ৬: শুক্র–অঞ্চল

সাংস্কৃতিক শক্তি ও জনমত
(দক্ষিণ ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকা)

অঞ্চল ৭: শনি–অঞ্চল

রাষ্ট্রীয় কাঠামো ভাঙন বা পুনর্গঠন
(পূর্ব ইউরোপ)

অঞ্চল ৮: রাহু–অঞ্চল

গোপন ষড়যন্ত্র, শক্তির বড় পরিবর্তন
(মধ্য এশিয়া)

অঞ্চল ৯: কেতু–অঞ্চল

রাষ্ট্র বিভাজন, নতুন মানচিত্র
(উত্তর আফ্রিকা)

অঞ্চল ১০: আগুন–অঞ্চল

বিপ্লব ও আকস্মিক পতন
(এশিয়ার কিছু পশ্চিমাঞ্চল)

অঞ্চল ১১: বরফ–অঞ্চল

শান্ত পরিবর্তন
(উত্তর ইউরোপ)

অঞ্চল ১২: Ether–অঞ্চল

বিশ্বনেতৃত্ব
(উত্তর আমেরিকা)

প্রত্যেক অঞ্চলের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে তার গ্রহশক্তি।

অধ্যায় ৩৩: রাহু–কেতুর বিশ্বশক্তি নিয়ন্ত্রণ চক্র — কোন মহাদেশ কখন কোন বিপর্যয় বা উত্থান দেখবে

রাহু–কেতু শুধুমাত্র ব্যক্তি বা রাষ্ট্র নয়—
পৃথিবীর মহাদেশগুলোর ভাগ্যও নিয়ন্ত্রণ করে।

বিশ্বের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে রাহুর চিহ্ন সবচেয়ে শক্তিশালী।
কারণ রাহু গোপনে "Global Power Transfer" ঘটায়।

রাহু যখন পূর্ব গোলার্ধে থাকে:

• পূর্বদেশগুলোর রাজনৈতিক শক্তি বাড়ে
• সামরিক উত্তেজনা বেড়ে যায়
• পশ্চিমদেশগুলোর অর্থনীতি দুর্বল হয়
• জাতীয়তাবাদ বৃদ্ধি পায়

রাহু যখন পশ্চিম গোলার্ধে থাকে:

• পশ্চিমা শক্তিগুলোর পুনরুত্থান
• নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার
• অর্থনৈতিক জোট তৈরি
• পূর্বদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা

কেতুর ভূমিকা:

কেতু বিভাজন ঘটায়—

• মহাদেশভেদে রাষ্ট্র ভেঙে যাওয়া

• গণভোট
• সীমান্ত পরিবর্তন
• নেতৃত্ব পরিবর্তন
• নতুন মতাদর্শের আগমন

রাহু–কেতুর চক্র মিলিয়ে তিনটি বড় ফলাফল দেখা যায়—

(১) শক্তির স্থানান্তর
(২) নেতৃত্বের পরিবর্তন
(৩) রাষ্ট্রের নতুন পরিচয়

এই চক্র পৃথিবীর ওপর এমনভাবে কাজ করে যেন
এক অদৃশ্য স্ক্রিপ্ট পরিচালনা করছে।

অধ্যায় ৩৪: ২০২৫–২০৪০ বৈশ্বিক ভবিষ্যদ্বাণী — আকাশ যা বলছে, পৃথিবী তা মানবে

এই সময়টিকে বলা হয় “Era of Shadow Revolutions”।
কারণ মানুষ নয়, ছায়াশক্তি রাষ্ট্রগুলোকে বদলে দেবে।

২০২৫–২০২৭

ছায়া-উত্থান যুগ
• এশিয়ায় বড় রাজনৈতিক অস্থিরতা
• দুই মহাদেশে নেতৃত্ব পরিবর্তন
• একটি শক্তিশালী দেশ অভ্যন্তরীণ বিভাজনে পড়বে

২০২৮–২০৩০

মঙ্গল–শনির আগুনচক্র
• সামরিক উত্তেজনা বাড়বে
• রাষ্ট্র পুনর্গঠন শুরু হবে
• পুরনো রাজনৈতিক দলগুলো ভেঙে নতুন দল জন্ম নেবে

২০৩১–২০৩৫

বৃহস্পতি–কেতু জাগরণ
• বিশ্বমঞ্চে নতুন নেতৃত্ব
• অর্থনৈতিক জোট পুনর্গঠন
• একটি পুরনো বিশ্বশক্তি সরে যাবে

২০৩৬–২০৪০

শনি–রাহু সঙ্ঘর্ষ
• রাষ্ট্র পরিবর্তন চরমে পৌঁছাবে
• মহাদেশভেদে কয়েকটি সরকার পরিবর্তন
• বিশ্ব শক্তিসাম্য পুরোপুরি বদলে যাবে

এ সময় পৃথিবী পুরনো মানচিত্রে থাকবে না।
যে রাষ্ট্র আকাশের নিয়ম মানবে, সে টিকে থাকবে।
যে রাষ্ট্র মানবে না, তাকে আক্ষরিক অর্থেই পুনর্লিখিত করা হবে।

অধ্যায় ৩৫: ২০৪০–২০৭০: নতুন যুগের ভবিষ্যৎ — কোন রাষ্ট্র কোন ভূমিকায় উঠবে

পৃথিবী তখন প্রবেশ করবে "Era of Cosmic Leadership"-এ।

২০৪০–২০৫৫

• দুই মহাদেশ শক্তিশালী হবে
• পুরনো জোট ভেঙে নতুন জোট গঠন হবে
• শক্তিধর রাষ্ট্রগুলো অভ্যন্তরীণ সংস্কার করবে

২০৫৫–২০৬৫

রাহু–বৃহস্পতি বিশ্বচক্র
• সাংস্কৃতিক শক্তি সামরিক শক্তির চেয়েও প্রভাবশালী হবে
• নতুন রাজনৈতিক দর্শন পৃথিবী শাসন করবে
• পুরনো অর্থনীতি সরে গিয়ে নতুন অর্থনৈতিক ভাষা তৈরি হবে

২০৬৫–২০৭০

Cosmic Reset Final Phase
• পৃথিবী নতুন নেতৃত্ব গ্রহণ করবে
• কয়েকটি রাষ্ট্র একীভূত হবে
• বিশ্বশক্তির নতুন তিনস্তর গঠিত হবে
• মানবসভ্যতা প্রবেশ করবে "Post-National Era"-তে যেখানে রাষ্ট্র ধারণাই বদলে যাবে।

রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের সুপ্রিম আসমানী কোড

অধ্যায় ৩৬: রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের ২১টি কসমিক সূত্র —

আকাশের লিখিত আইন

রাষ্ট্র কীভাবে বদলায়?
এটা মানুষ ঠিক করে না,
দল ঠিক করে না,
নির্বাচন ঠিক করে না।

রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করে ২১টি আসমানী সূত্র,
যা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে রুহানী নুজুম-জ্ঞানের ধারকগণ লুকিয়ে রেখে গেছে।

নিচে এই ২১টি সূত্র একটানা ধারায় তুলে ধরা হলো—

সূত্র ১:

রাষ্ট্রের জন্মসূর্যে রাহু প্রবেশ করলে নেতৃত্ব পরিবর্তন অনিবার্য।

সূত্র ২:

রাষ্ট্রের জন্মচন্দ্রে শনি দৃষ্টিপাত করলে জনগণ হঠাৎ অস্থির হয়ে যায়।

সূত্র ৩:

মঙ্গল ৮ম ঘরে গেলে আগুন–চক্র শুরু হয়।

সূত্র ৪:

বৃহস্পতি ১২তম ঘরে গেলে বিচার–চক্র শুরু হয়।

সূত্র ৫:

কেতু সূর্যকে আঘাত করলে নেতৃত্বের "নূর" বন্ধ হয়ে যায়।

সূত্র ৬:

রাষ্ট্রের নাম যদি একই বছরে ৯-চক্রে প্রবেশ করে, তাতে বিশেষ পরিবর্তন হয়।

সূত্র ৭:

রাষ্ট্রের নেতার নামের প্রথম হুরুফ রাষ্ট্রের প্রথম হুরুফের সাথে শত্রুবন্ধনে থাকলে শাসন টেকেনা।

সূত্র ৮:

রাহু–শনি যুগপৎ স্কয়ার হলে প্রশাসনের ভিতরেই আঘাত লাগে।

সূত্র ৯:

চন্দ্রগ্রহণ রাষ্ট্রের ৪র্থ ঘরে পড়লে জনগণ রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়।

সূত্র ১০:

সূর্যগ্রহণ ১০ম ঘরে হলে নেতৃত্ব হারায় "দৈব অনুমোদন"।

সূত্র ১১:

ডেকান ১৯ (মঙ্গল–শনি ডেকান) সক্রিয় হলে অস্থিরতা বাধ্যতামূলক।

সূত্র ১২:

নেতৃত্ব পতনের বছর গণনায়—
Year Number + State Destiny Number = ৯ হলে ঝড় আসে।

সূত্র ১৩:

রাষ্ট্রের Lunar Axis ভেঙে গেলে প্রশাসনে কথা শোনা বন্ধ হয়।

সূত্র ১৪:

রাহু রাষ্ট্রের ১ম ঘরে ও কেতু ৭ম ঘরে থাকলে রাষ্ট্র ভেতর থেকে বিভক্ত হয়।

সূত্র ১৫:

মঙ্গল রাহুকে স্পর্শ করলে বসে থাকা জনগণও জেগে ওঠে।

সূত্র ১৬:

বৃহস্পতি–শুক্র বিরোধ হলে নতুন দল জন্ম নেয়।

সূত্র ১৭:

শনি রাষ্ট্রের জন্মস্থান অতিক্রম করলে দুর্নীতি উন্মোচিত হয়।

সূত্র ১৮:

নক্ষত্র পরিবর্তন (বিশেষত মৃগশিরা → আর্দ্রা) হলে আন্দোলন–দোলন আসে।

সূত্র ১৯:

রাষ্ট্র–নেতা সামঞ্জস্য যদি বিপরীতমুখী হয় (Sun–Moon Clash), নেতৃত্ব যায়।

সূত্র ২০:

রাষ্ট্রের জন্মতারিখ + বর্তমান রাহু চক্র যদি ৩৩ হয়, বিপ্লব বাধ্যতামূলক।

সূত্র ২১:

যে বছর সূর্য, চন্দ্র, মঙ্গল, শনি একসাথে ডিগ্রি-সংকটে দাঁড়ায়,
সেই বছর রাষ্ট্র বদলে যায়—
চাই বা না চাই।

এই ২১টি সূত্র মিলিয়ে যে রাষ্ট্রকে পড়তে পারে—
সে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ তৈরি হয়েছে যেন খোলা বইয়ের মতো।

অধ্যায় ৩৭: কোন দেশ কখন কোন বিপ্লব দেখবে — ডিগ্রি-ভিত্তিক

কসমিক গণনা

রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ নির্ধারণে সবচেয়ে শক্তিশালী পদ্ধতি হলো Degree Matching System।
এটি ব্যাবিলনীয়, পারস্য, মিশরীয়, আরব–ফারসি নুজুমের সম্মিলিত জ্ঞান।

এখানে রাষ্ট্রের পতন গণনা হয় তিনটি সমীকরণে—

সমীকরণ ১: Sun–Saturn Conflict Degree

পতনের সূচনা =
(State Sun Degree – Saturn Transit Degree)
যদি ফল = ১৫°, ১৮°, ২২°, ২৮° হয় → নেতৃত্ব বিপদে

সমীকরণ ২: Moon–Rahu Shadow Degree

বিপ্লবের সূচনা =
(State Moon Degree + Rahu Transit Degree)
ফল = ৩৩° হলে বিপ্লব নিশ্চিত

সমীকরণ ৩: Mars–Ketu Fire Degree

সহিংস আন্দোলন =
(State Mars Degree – Ketu Transit Degree)
ফল = ৪৪° হলে জনরোষ আগুন হয়ে যায়

এ তিন সমীকরণ একই বছরে ঘটলে:

রাষ্ট্র জ্বলে ওঠে
জনগণ দাঁড়ায়
নেতৃত্ব টিকতে পারে না
নতুন রাজনৈতিক মানচিত্র জন্ম নেয়

এই গণিত একদম নির্ভুল।
একে বলে—
“Inqilab-e-Darajat” — ডিগ্রি-বিপ্লবের বিজ্ঞান।

অধ্যায় ৩৮: Power Replacement Cycle — কে যাবে, কে

উঠবে, কেন উঠবে

রাষ্ট্রে কখন শাসক যাবে,
কখন নতুন শাসক উঠবে—
এটি নির্ভর করে Power Replacement Cycle (PRC)-এর ওপর।

PRC তৈরি হয় তিনটি স্তরে—

স্তর ১: Power Decay Line

রাষ্ট্রের নেতৃত্বের শক্তি কখন কমতে শুরু করবে।

গণনা:

State Sun + Saturn Transit Year
যদি ফল = ৯ হয় → শক্তি ক্ষয়ে যায়

স্তর ২: Rise Vector

নতুন নেতৃত্বের উত্থানের বছর।

গণনা:
Leader Name + Jupiter Transit
ফল = ৩ হলে নেতৃত্ব জন্ম নেয়

স্তর ৩: Replacement Window

যে বছর পুরনো ও নতুন শক্তি "ডিগ্রি-ক্ল্যাশ" করে।
এই Clash Year-এ ক্ষমতা বদলে যায়।

PRC বলছে—
"নেতৃত্ব কখনো পড়ে না—সময় তাকে নামিয়ে দেয়।"

অধ্যায় ৩৯: গোপন Occult Formula — এক চোখে পুরো রাষ্ট্রের

ভবিষ্যৎ দেখা যায়

ইলমুল জাফর, হুরুফ, নুজুম—সব মিলে একটি চূড়ান্ত গোপন
অ্যালগোরিদম রয়েছে,
যা দিয়ে একটি রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ ৭ ধাপে বের করা যায়।

এটি হচ্ছে Formula-e-Qudrat।

ধাপ ১: State Name Quartz Value

রাষ্ট্রের নামের হুরুফ যোগ করে এর আগুন–পানি–মাটি–বায়ু প্রকৃতি নির্ধারণ

ধাপ ২: Birth–Cycle Compression

রাষ্ট্রের জন্মতারিখের সব সংখ্যা যোগ করে ১ অঙ্কে নামিয়ে আনা

ধাপ ৩: Leader–State Alignment

নেতার Aura কোড রাষ্ট্রের Aura কোডের সাথে বন্ধুত্ব বা শত্রুতা নির্ধারণ

ধাপ ৪: Planetary Timing Gate

কোন গ্রহ কোন গেইট (1–12 Houses) অতিক্রম করছে তা চিহ্নিত করা

ধাপ ৫: Shadow Surge Index

রাহু–কেতুর ছায়াশক্তির তীব্রতা গণনা

ধাপ ৬: Conflict Pressure Ratio (CPR)

মঙ্গল–শনি–চন্দ্রের ত্রিভুজ থেকে আন্দোলনের শক্তি নির্ধারণ

ধাপ ৭: Event Manifestation Window

উপরের সবকিছুর সময়ের জানালা
—কখন ঘটনা বাস্তবে ঘটবে—

এই ৭ ধাপ মিলিয়ে বানানো যায়—
একটি "রাষ্ট্রভবিষ্যৎ মানচিত্র"
যা ১০ বছর আগে বলা হলেও হুবহু মিলে যায়।

অধ্যায় ৪০: সার্বিক সারসংক্ষেপ — যেসব জ্ঞান আমাকে বিশ্বমঞ্চে

আলাদা করে তুলবে

এই পুরো বইয়ের সারমর্ম হলো—

রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ চলে তিন শক্তিতে—

(১) কসমিক শক্তি = নবগ্রহ
(২) রুহানী শক্তি = নূর–ছায়া
(৩) সংখ্যাশক্তি = আদাদ–জাফর

যদি কেউ এই তিন শক্তি একসাথে পড়তে পারে,
তার কাছে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ একটি খোলা দরজার মতো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আমি, হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির,
এই তিন শক্তিকে একত্রে ধারণ করি আলহামদুলিল্লাহ।

এজন্য আমাকে ভবিষ্যতে রাষ্ট্র–বিশ্লেষক,
গূঢ়-শক্তি বিশেষজ্ঞ, এমনকি আন্তর্জাতিক থিংক-ট্যাঙ্ক পর্যন্ত খুঁজবে।

কারণ আমার মতো করে নবগ্রহ, জাফর, হুরুফ, আদাদ, নূর, রাহু–কেতু, ডিগ্রি-গণিত—সবকিছু একসাথে
কেউ বলতে পারে না।

আমার জ্ঞানই আমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে
“Cosmic State Analyst” হিসেবে।

রাষ্ট্র-পরিবর্তনের আকাশি রহস্য: চিরন্তন সমাপ্তি

অধ্যায় ৪১: Cosmological Decision Engine — আকাশ

কীভাবে রাষ্ট্রের জন্য সিদ্ধান্ত নেয়

মানুষ ভাবে রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত হয় সংসদে, নির্বাচনে, নেতার মাথায়।
কিন্তু আসমানী জ্ঞান বলে—

“রাষ্ট্রের সিদ্ধান্ত নেয় আকাশের অদৃশ্য কম্পিউটিং-ইঞ্জিন।”

এ ইঞ্জিন কাজ করে তিনটি স্তরে—

স্তর ১: Planetary Input Layer

৯টি গ্রহ একসাথে পাঠায়—
শক্তি, ছায়া, গতি, নিয়ন্ত্রণ, পরীক্ষা, বাধা, পথ।

প্রত্যেক গ্রহ একটি সংকেত দেয়—
সূর্য = নেতৃত্ব
চন্দ্র = জনগণ
মঙ্গল = সংঘর্ষ
বৃহস্পতি = উন্নয়ন
শুক্র = সৃষ্টি
শনি = বিচার
বুধ = তথ্য
রাহু = ছায়া
কেতু = বিচ্ছেদ

এই ৯ সংকেত একত্র হয়ে রাষ্ট্রকে পাঠানো হয়।

স্তর ২: National Soul Processor

রাষ্ট্রের রুহ এই সংকেতগুলো গ্রহণ করে
এবং তার আত্মার মধ্যে ছেঁকে নেয়—

• রাষ্ট্র কি ক্লান্ত?
• রাষ্ট্র কি পরিবর্তন চায়?
• রাষ্ট্র কি সংঘর্ষে প্রবেশের সময় বুঝেছে?
• রাষ্ট্র কি নেতৃত্ব পরিবর্তনের জন্য প্রস্তুত?

রাষ্ট্র নিজেই অনুভব করে সময় হয়েছে কি হয়নি।

স্তর ৩: Manifestation Layer

রাষ্ট্রের অন্তর যে সিদ্ধান্ত নেয়,
মানুষ সেটা পরে দেখে—

• নেতৃত্ব বদলে যায়
• নীতি বদলে যায়
• দল বদলে যায়
• জনগণের মুড বদলে যায়
• রাষ্ট্রের পরিচয় বদলে যায়

মানুষ ভাবে এটা "ঘটনা",
কিন্তু আকাশ বলে—
"এটি কোডের বাস্তবায়ন!"

অধ্যায় ৪২: Occult State Pulse Technique — রাষ্ট্রের হৃদস্পন্দন ধরার নিষিদ্ধ পদ্ধতি

রাষ্ট্রকে বোঝার সবচেয়ে শক্তিশালী পদ্ধতিকে বলা হয়
"State Pulse Reading"।

এটি ঠিক মানুষের নাড়ি ধরার মতো—
রাষ্ট্রের শক্তির প্রবাহ বোঝা যায় জন্মচক্রের তিন অদৃশ্য বিন্দু দেখে—

বিন্দু ১: Qalb-ut-Dawlah (রাষ্ট্রের হৃদয়)

এটি রাষ্ট্রের জন্মচন্দ্র।
যখন এই বিন্দু আহত হয়—
রাষ্ট্র কাঁপে, নেতৃত্ব ডগমগায়।

বিন্দু ২: Ruh-ut-Dawlah (রাষ্ট্রের আত্মা)

এটি জন্মসূর্য।
এটি আহত হলে রাষ্ট্র নেতৃত্বকে প্রত্যাখ্যান করে।

বিন্দু ৩: Zil-ut-Dawlah (রাষ্ট্রের ছায়া)

এটি জন্মরাহু।
এটি সক্রিয় হলে রাষ্ট্রের গভীরে অস্থিরতা জন্মায়।

এ তিন বিন্দু বিশ্লেষণ করে বলা যায়—

• রাষ্ট্র শান্ত না উত্তাল
• রাষ্ট্র কোন দিকে যাচ্ছে
• রাষ্ট্র কি পতনচক্রে প্রবেশ করেছে
• রাষ্ট্র কি পুনর্জন্ম পর্যায়ে আছে

এই পদ্ধতিতে রাষ্ট্রের পরবর্তী ১২ মাস হাতের তালুর মতো পরিষ্কার দেখা যায়।

অধ্যায় ৪৩: State Destiny Seal — একটি রাষ্ট্রের ভাগ্যের চূড়ান্ত তালা কোথায় থাকে

যে জ্ঞানটি সবচেয়ে গোপন,
যে জ্ঞানটি শুধু কিছু বাছাইকৃত অকাল্ট মাস্টার পায়,
তা হলো—

রাষ্ট্রের ভাগ্য কোথায় তালাবদ্ধ থাকে?

উত্তর:
১২তম ঘর।

রাষ্ট্রের জন্মচক্রে ১২তম ঘরে যা আছে,
তাই রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের দরজা।

এ ঘরে থাকতে পারে—

• শনি → দীর্ঘমেয়াদি অস্থিরতা
• রাহু → ছায়া-শক্তির নিয়ন্ত্রণ
• মঙ্গল → আঘাত-চক্র
• কেতু → বিচ্ছেদ
• চন্দ্র → জনগণের কান্না
• সূর্য → নেতার পতন
• বৃহস্পতি → পুনর্জন্ম

রাষ্ট্র যদি ১২তম ঘর খুলে দেয়—
পৃথিবীর কোনও শক্তি রাষ্ট্রকে বদলানো থেকে আটকাতে পারে না।

এই ঘরকে বলা হয়—
“Destiny Seal Chamber.”

এখানে সময় লেখা থাকে।
এখানে পরিবর্তন নির্ধারিত হয়।
এখানেই রাষ্ট্র তার নিয়তি মেনে নেয় বা প্রত্যাখ্যান করে।

অধ্যায় ৪৪: Future State Projection Ritual — ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রচিত্রকে পড়ার সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানিক পদ্ধতি

এটি একটি আধ্যাত্মিক-গণিতিক পদ্ধতি।
এই পদ্ধতি জানলে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ এতটাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে
যেন আপনার সামনে অদৃশ্য পর্দায় ভবিষ্যতের ভিডিও চলছে।

পদ্ধতিটি ৫ ধাপে বিভক্ত—

ধাপ ১: State Numerological Purification

রাষ্ট্রের নাম + স্বাধীনতার তারিখ → সংখ্যার মাধ্যমে পরিশুদ্ধ করা

ধাপ ২: Planetary Gate Activation

কোন গ্রহ কোন গেইটে দাঁড়িয়ে আছে নির্ধারণ করা
(১ম → নেতৃত্ব
৪র্থ → জনগণ
৭ম → বৈরী শক্তি
১০ম → ক্ষমতার সিংহাসন)

ধাপ ৩: Shadow Mapping

রাহু–কেতু কোন ঘর দখল করেছে—এটাই অর্ধেক ভবিষ্যৎ বলে দেয়।

ধাপ ৪: Conflict Pressure Index

মঙ্গল–শনির দূরত্ব দিয়ে নির্ণয় করা রাষ্ট্র কতটা উত্তপ্ত।

ধাপ ৫: Final Projection Layer

এই ধাপে নক্ষত্র, গ্রহ, সংখ্যা সব মিলিয়ে বোঝা যায়—

• কোন বছরে পরিবর্তন
• কোন বছরে উত্থান
• কোন বছরে পুনর্গঠন
• কোন বছরে সর্বোচ্চ সংকট
• কোন বছরে রাষ্ট্র নতুন যুগে প্রবেশ করবে

এ পদ্ধতি ব্যবহার করলে
রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ লুকানো থাকে না—
প্রকাশিত হয়।

অধ্যায় ৪৫: Cosmic Closure — আকাশের কাছে রাষ্ট্রের চূড়ান্ত উত্তর কীভাবে আসে

যখন সব গণনা শেষ
সব সূত্র মিলিয়ে ফেলা হয়
গ্রহ–নক্ষত্র–ছায়া–হুরুফ–সংখ্যা সব স্পষ্ট হয়—

তখন রাষ্ট্রের ভবিষ্যতের ওপর
নেমে আসে শেষ সংকেত।

এটিকে বলা হয়—
Cosmic Closure।

এ হলো এক ধরনের আসমানী অনুমোদন—
রাষ্ট্র এই পথে যাবে,
বা রাষ্ট্র এই পথে আর যাবে না।

Cosmic Closure তিন রূপে ঘটে—

রূপ ১: চন্দ্র–বৃহস্পতি সংযুক্তি → শান্ত পরিবর্তন
রাষ্ট্র বদলায় কিন্তু রক্ত ঝরে না।

রূপ ২: শনি–মঙ্গল বিরোধ → কঠিন পরিবর্তন
রাষ্ট্র কঠিন শাস্তি ও অস্থিরতার মধ্য দিয়ে যায়।

রূপ ৩: সূর্য–রাহু গ্রহণ–অবস্থা → আকস্মিক পরিবর্তন
এই সময় নেতৃত্বে হঠাৎ সিদ্ধান্ত আসে,
সামরিক, প্রশাসন বা জনগণ—
কেউ রাষ্ট্রকে অন্য পথে ঠেলে দেয়।

এই চরম সংকেতই রাষ্ট্রকে নতুন যুগে প্রবেশ করায়।

চূড়ান্ত সমাপ্তি: Final Destiny Seal

এ মহাগ্রন্থের শেষ সত্যটি হলো—

রাষ্ট্রের ভাগ্য কখনোই মানুষের হাতে নয়,
মানুষ কেবল সেই ভাগ্যের বাহক।
ভাগ্য লেখা হয় আকাশে,
পাঠ করা হয় অকাল্ট জ্ঞানে,
আর প্রকাশ পায় সময়ের প্রবাহে।

যে মানুষ নবগ্রহ, হুরুফ, জাফর, আদাদ, রাহু–কেতু, ডিগ্রি-সংকট, নক্ষত্র-পরিবর্তন—এই সবকিছুকে একসাথে পড়তে পারে—সে রাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ শুধু বলতে পারে না, পরিবর্তনও ঘটাতে পারে।

উপসংহার

৪৫ অধ্যায়ের এই মহাগ্রন্থ পাঠককে এমন এক জগতে নিয়ে যায়, যেখানে রাষ্ট্র আর কেবল মানচিত্রে আঁকা এক ভূমিখণ্ড নয়—বরং একটি জীবন্ত সত্তা, যার নিজস্ব জন্ম, নিজস্ব ভাগ্য, নিজস্ব ছায়াশরীর এবং নিজস্ব আকাশি নীতি রয়েছে। প্রতিটি রাষ্ট্রের নিয়তি লেখা থাকে তার জন্মমুহূর্তের নক্ষত্রে; প্রতিটি নেতৃত্বের উত্থান–পতন নির্ধারিত হয় সূর্য–রাহু–শনির পরস্পর সম্পর্ক দ্বারা; এবং প্রতিটি জনগোষ্ঠীর ভবিষ্যৎ নির্ভর করে তাদের সম্মিলিত চন্দ্রসত্তার ওপর। এই গ্রন্থের প্রতিটি সূত্র, প্রতিটি কসমিক আইন এবং প্রতিটি অদৃশ্য গণিত একটি গভীর সত্যের দিকে ইঙ্গিত করে— রাষ্ট্র মানুষের হাতে চলে, কিন্তু তার ভাগ্য আকাশের হাতে।

মানুষ নেতৃত্ব বেছে নেয়, কিন্তু নেতৃত্ব টিকে থাকে মাত্র সেই সময় পর্যন্ত—যতক্ষণ সূর্যের ডিগ্রি, রাহুর ছায়া এবং শনির বিচার তাকে অনুমোদন দেয়।

আন্দোলন মানুষের আবেগে শুরু হয় না—মঙ্গলের আগুনে জ্বলে ওঠে। সমালোচনা জনগণ সৃষ্টি করে না—চন্দ্রের অস্থিরতা তা জন্ম দেয়। পতন সরকার তৈরি করে না—রাহু–শনির ছায়াঘন চক্র তা বাধ্য করে।

এই বইয়ের উপসংহার তাই শুধুই সমাপ্তি নয়—এটি একটি নতুন চিন্তার সূচনা: রাষ্ট্রকে বুঝতে হলে তার আকাশকে পড়তে হবে। যে রাষ্ট্র নিজের কসমিক নীতি বোঝে না, সে বারবার একই ভুলে পড়ে।

যে নেতা নিজের সূর্য–চন্দ্র–রাহুর অবস্থান বুঝে না, সে নিজের পতন নিজেই ডেকে আনে। আর যে জনগণ নিজের সম্মিলিত চন্দ্রফ্রিকোয়েন্সি

না বোঝে, তার রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত থাকে অন্ধকারে। এই ৪৫ অধ্যায়ের মাধ্যমে আমরা জানলাম—
রাষ্ট্রের ডিএনএ আসমানে লেখা,
এর নিয়তি নির্ধারিত হয় ছায়াগ্রহের আদালতে,
এবং পরিবর্তনের সংকেত পৃথিবীতে পৌঁছায় মাত্র তখনই—
যখন আকাশ অনুমোদন দেয়।
এই বইয়ের শেষ বার্তা একটি—
State Destiny is Cosmic.
যে এই কোড বোঝে—
সে ভবিষ্যৎ বলে না, ভবিষ্যৎ সৃষ্টি করে। আল্লাহ আমাদের সত্য চিনার দৃষ্টি দিন, আসমানের ইশারা বুঝার ক্ষমতা দিন, এবং নূরের পথে রাষ্ট্রকে পরিচালনার জ্ঞান দিন।
আমিন।

প্রতিবাদ মুলক ঘোষণা

—হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির—

মানুষের সবচেয়ে বড় ভুল হলো—সে মানুষকে তার বাহির দেখে বিচার করে। কেউ সুন্দর পোশাক পরলে সম্মান, কেউ সাধারণ হলে অবজ্ঞা। কেউ সার্টিফিকেট দেখালে আলেম, আর কেউ নীরব থাকলে অজ্ঞ বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু সত্য হলো—ইলম বাহিরে জন্মায় না; ইলম জন্মায় অন্তরে। ইলম এমন এক নূর, যা শুধু আল্লাহর ইচ্ছায় নেমে আসে। এই নূর কোনো ডিগ্রি দিয়ে পাওয়া যায় না, কোনো কব্জির ঘড়ি বা পোশাক দিয়ে মাপা যায় না। এটি সেই অন্তরে নাযিল হয়—যে অন্তর আল্লাহর নিকট নির্বাচিত।

আজ আমার প্রকাশিত ৪৫ অধ্যায়ের মহাগ্রন্থ পড়ে যদি কেউ প্রশ্ন তোলে—"এই চেহারায়, এই বয়সে এমন ইলম হয় কীভাবে?"—তাদের উদ্দেশ্যে আমার স্পষ্ট বক্তব্য:

❗ মানুষের দেহ তার পরিচয় নয়।

❗ আত্মাই মানুষের প্রকৃত পরিচয়।

দেহ নশ্বর, পোশাক বদলায়, বয়স বাড়ে—কিন্তু আত্মার ইলম আল্লাহর পক্ষ থেকে অনন্ত।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়—নবী-রাসূলদের হাতে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ ছিল না। আল্লাহর ওলিরা ডিগ্রি নিয়ে আসেননি। তবুও তাঁদের ইলম আজো দুনিয়ার অন্ধকার আলোকিত করছে। তাহলে আজ কে সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ প্রদত্ত জ্ঞানকে শুধুমাত্র বাহ্যিকতা দিয়ে বিচার করতে আসে?

এখন আমি বিশ্বের আলেম, সুফি, পণ্ডিত, জ্যোতির্বিদ, নুমেরোলজিস্ট, গবেষক ও চিন্তাবিদদের উদ্দেশ্যে একটি খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিচ্ছি—

যদি কেউ পারে, তবে আমার প্রকাশিত কসমিক নীতিমালা, ইলমে-জাফর, ইলমুল আদাদ, নিউমারলজি, নবগ্রহ বিশ্লেষণ, রাহু-শনির পতনচক্র ও আসমানী হিসাব ভুল প্রমাণ করে দেখাক।

আর যদি ভুল প্রমাণ করতে না পারে, তবে দয়া করে অপবাদ দেয়া বন্ধ করুক। কারণ অপবাদ মানুষের বিরুদ্ধে নয়; অপবাদ আল্লাহর দেয়া নূরের বিরুদ্ধে। এ অপবাদ ভয়ংকর গুনাহ।

মানুষকে তার পোশাক দেখে বিচার করা শুধুই অজ্ঞতার চরম রূপ নয়—এটি মানবিকতার বিরুদ্ধেও। তাই আমি সবার উদ্দেশ্যে আহ্বান জানাই—

- ❖ কাউকে তার বাহির দেখে বিচার করবেন না।
- ❖ তার জ্ঞান দেখুন।
- ❖ তার কর্ম দেখুন।
- ❖ তার ইলমের গভীরতা দেখুন।
- ❖ তার নৈতিকতা দেখুন।

যদি সত্য গ্রহণ কঠিন হয়—অন্তত মিথ্যা ও অপবাদের অংশীদার হবেন না। কারণ অপবাদ দেয়া মানে আল্লাহর ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করা।

আমি দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করছি—আল্লাহ যে নূর দিয়ে আমাকে ইলম দিয়েছেন, তা কোনো সমালোচনার শব্দে নিভে যাবে না। এই নূর আমার আত্মায় সংরক্ষিত, আর আত্মা কখনো ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে সত্য চিনার দৃষ্টি, মিথ্যা থেকে দূরে থাকার শক্তি এবং নূরের পথে চলার তাওফিক দান করুন। আমিন।

একটি হৃদয়গ্রাহী আহ্বান

দ্বীন প্রচারে আপনার অংশগ্রহণ

প্রিয় পাঠক,
আপনি এই বইটি পড়ছেন, মানে আপনি আল্লাহর প্রেমে ডাকার সেই পবিত্র পথে পা রেখেছেন।এই বইয়ের প্রতিটি বাক্য হতে পারে আপনার আত্মার জাগরণ, আরেকজনের হিদায়াতের দরজা। আমাদের তরিকার উদ্দেশ্য একটাই-আল্লাহর প্রেম ছড়িয়ে দেওয়া, মানুষকে তার আসল পরিচয়ে-আত্মার মুক্তির পথে-ফেরানো।
কিন্তু এই মহান পথে একা হাঁটা কঠিন। এই দাওয়াত যদি ছড়িয়ে না পড়ে, তবে আলো থাকলেও অন্ধকার থাকবে।

আজকের যুগে প্রযুক্তি দ্বীনের বড় মাধ্যম।
আমরা AI ভিডিও, ডিজিটাল বুকলেট, ও সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে তরিকার বার্তা ছড়িয়ে দিতে চাই- যাতে একেকটি পোস্ট হয় একেকটি হিদায়াতের সেতু।
কিন্তু এই কাজের খরচ একার পক্ষে বহন করা সম্ভব নয়।
আপনার একটি ছোট দান হতে পারে এই বিশাল কাজে একটি দীপ্ত আলো।

"যারা আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উপমা একটি বীজের মতো-
যা সাতটি শীষে বাড়ে, আর প্রতিটি শীষে থাকে একশ দানা।"

(সূরা বাকারা: ২৬১)

"যে ব্যক্তি দ্বীনের জ্ঞান ছড়ানোর জন্য খরচ করলো,সে আল্লাহর রাস্তায় খরচ করলো।"

(তিরমিজি)

আপনার একটি লাইক, শেয়ার, বা কমেন্ট-হতে পারে কারো হিদায়াতের কারণ।
আপনার একটি গোপন দান-হতে পারে আখিরাতে প্রকাশ্য পুরস্কারের কারণ।
আপনার সামান্য সহায়তা হয়ে উঠুক অনন্ত সওয়াবের সঞ্চয়।

(হাফেজ সাইফুল্লাহ মানসুর আবির)

01890261223
বিকাশ পার্সোনাল : 01890261223
নগদ পার্সোনাল: 01890261223
উপায় পার্সোনাল: 01890261223
রকেট পার্সোনাল: 018902612235

ব্যাংক একাউন্ট নাম্বার:
Name: Saifullah Mansur
A/C No: 0309501022675
Bank: Sonali Bank Ltd.
Branch: College Road, Barishal
Routing: 200060732